জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৮ • ৪ অক্টোবর, ২০২৫ • ১৭ আশ্বিন ১৪৩২ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 128 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 4 OCTOBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

কার্নিভাল

পুজো শেষ। আজ শনিবার জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভাল। আগামী কাল রবিবার কলকাতার রেড রোডে দেখা যাবে মহানগরীর কার্নিভাল। গোটা বাংলা যার অপেক্ষায়

খামখেয়ালি নিম্নচাপ

আগামী ২৪ ঘণ্টা সব জেলাতেই অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা। কলকাতাতেও চলবে বৃষ্টি। গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে

স্বামীর গ্রেফতারি বেআইনি সুপ্রিম কোর্টে ওয়াংচুকের স্ত্রী

যান থেকে ভিড়, সামলে দিয়ে সেরা ফের কলকাতা পুলিশই

মাইথন-পাঞ্চেত থেকে ছাড়া হল ১.৫ লক্ষ কিউসেক জল

লজ্জাজনক, অসহনীয়

ডিভিসি-র তৈরি করা বিপর্যয় : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : উৎসবমুখর বাংলাকে ফের ডোবানোর চক্রান্ত শুরু করেছে কেন্দ্র। রাজ্যকে না জানিয়ে ডিভিসি ১.৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, বাংলায় দুর্যোগ ডেকে আনার জন্য ডিভিসি ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত শুরু করেছে। একতরফাভাবে জল ছাড়া হচ্ছে। এদিন মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে ১,৫০,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এটি একটি ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত। লজ্জাজনক, অসহনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বিবৃতির পরেই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রয়োজনে তৃণমূল কংগ্রেস ডিভিসির কলকাতা অফিস ঘেরাও করবে। এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানাবে।

ডিভিসি-র ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যকে না জানিয়ে এই জল ছাড়া আসলে উৎসবের মরশুমে ইচ্ছাকৃত দুর্দশা তৈরির প্রচেষ্টা। লাগাতার বৃষ্টির মধ্যে সবেমাত্র দুর্গোৎসব শেষ হয়েছে। দুদিন পরেই কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তারপর রয়েছে কালীপুজো, ছটপুজো। কিন্তু বিজয়া দশমীর আনন্দ, উল্লাস ও নতুন আশার মধ্যেই নোংরা রাজনীতি শুরু করল কেন্দ্র। বাংলার মানুষকে শান্তিতে উৎসব শেষ করতে দিতে চায় না ওরা। তাই দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে। বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ (এরপর ১২ পাতায়)

কেন্দ্র ভাসাতে চাইছে বাংলাকে : অভিষেক

প্রতিবেদন : অনিয়ন্ত্রিতভাবে ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার কালীঘাটে নিজের বাড়িতে দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে বিজয়া পালনের সঙ্গেই বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলে ধুয়ে দিয়ে তিনি বলেন, প্রতি বছরই ডিভিসির কারণেই এই ম্যান-মেড বন্যা ঘটে। যেহেতু সামনে নির্বাচন, তাই ওরা বারবার এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে, এমনকি দুর্গাপুজোর সময়ও রেহাই দেয়নি। ওরা মানুষের জীবনকে মারাত্মক বিপদের মুখে ফেলছে। মাইথন-পঞ্চেত থেকে শুক্রবারও দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে। এটাই বিজেপির স্বভাব। রাজ্য সরকারকে কিছু না জানিয়েই ওরা এই ম্যান-মেড বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এখন ওরা বলবে, রাজ্যের সরকারি আধিকারিকরাও এতে ওয়াকিবহাল, কিন্তু কোনও রকম বার্তালাপ, সমন্বয় বা আলোচনা আমাদের সঙ্গে করা হয়নি। ওদের লক্ষ্য একটাই— বাংলাকে (এরপর ১০ পাতায়)

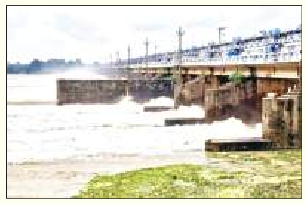

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লক্ষ্মী এল ঘরে
বরণ, বরণ, বরণ কর তারে,
মা-বোনেরা ঘরের লক্ষ্মী, সমাজের গর্ব,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে এল সম্মানের অর্ঘ্য।
মা বোনেরাই সমাজ সংসার
তারাই আপনজন,
তাদের মুখে হাসি নিয়ে এল
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আপন।

রবিবার থেকে ব্লকে-ব্লকে হবে বিজয়া সম্মিলনী

প্রতিবেদন : শারদোৎসব শেষে এবার বিজয়া সম্মিলনীর পালা। বাংলার প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী কাল ৫ অক্টোবর, রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। ব্লক-অঞ্চল-জেলাস্তরের পাশাপাশি শহরেও বিজয়া সম্মিলনী হবে। টাউন-কর্পোরেশন এলাকায়-ওয়ার্ডে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হবে। বছর ঘুরলেই ২০২৬-এর বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে বিজয়া সম্মিলনীর মধ্যে দিয়ে রাজ্য জুড়ে মেগা জনসংযোগের কাজ সেরে রাখছে দল। একই সঙ্গে এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দলের সাংগঠনিক দিকটাও ঝালিয়ে নেওয়া হবে। আলোচনা হবে আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও। এর মধ্যে দিয়ে আরও সংঘবদ্ধ হবে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিজয়া সম্মিলনীগুলিতে বক্তাদের তালিকায় থাকবেন ৫০ জনেরও বেশি নেতা। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ (এরপর ১২ পাতায়)

কালীঘাটে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে নেত্রী ও অভিষেক

প্রতিবেদন : বিজয়ার শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতায় ভাসল কালীঘাট। প্রতি বছরের মতো এবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হন নেতা-কর্মীরা। সকলে শুভেচ্ছা জানান তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেত্রীকে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, সুজিত বসু-সহ একাধিক নেতা-নেত্রী আসেন শুভেচ্ছা জানাতে। জেলা থেকেও অনেকে এসেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীও সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান। সঙ্গে হয় মিষ্টিমুখ। এরপর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন— কালীঘাটে দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে বিজয়া পালন করলাম। দুর্গোৎসব বাঙালির কাছে শুধু আনন্দ উৎসব নয়, মিলন, ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের এক অনন্যস্বরূপ। বিজয়ার সুরে বেজে উঠুক আগমনির সুর।

একই ছবি ধরা পড়ে কালীঘাটে পট্টয়াপাড়ায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেও। (এরপর ১০ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯৪৭
ম্যাক্স কার্ল আর্নেস্ট লুডভিগ প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) এদিন চিরনিদ্রায় শায়িত হন। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বাস করত কোনও উষ্ণ বস্তু থেকে শক্তির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়। এই বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানকে বের করে আনেন তিনিই। ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানকে এবং বিশ্বকে বোঝার ও জানার ক্ষেত্রটি চিরতরে বদলে যায় যখন তিনি আবিষ্কার করলেন কোনও উষ্ণ বস্তু থেকে শক্তির বিকিরণই অবিচ্ছিন্নভাবে হয় না বরং নির্দিষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়। তিনি সূচিত করলেন পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন বিস্ময়কর ধারা যার নাম 'কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান'। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব যেমন স্থান, কাল, মহাকর্ষ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, প্ল্যাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম তত্ত্বও তেমনি পারমাণবিক, অতি-পারমাণবিক ব্যাপারগুলো বোঝার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯১৮-তে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৫৩৭ ইংরেজি ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হল এদিন। এই কাজে মুখ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য ১৫৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে জন রজার্সকে পুড়িয়ে মারা হয়। অনুবাদকর্মে তাঁর সহযোগী উইলিয়াম তিন্ডেলকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারা হয় ১৫৩৬-এ বেলজিয়ামে। তখনও পর্যন্ত ক্যাথলিক চার্চ মনে করত লাতিন ছাড়া অন্য কোনও দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠ ধর্মদ্রোহিতা। রাষ্ট্রের চোখে বেআইনি এবং চার্চের দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহিতা হলেও ইংরেজি বাইবেল এর কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে।

১৯০৬
নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী (১৯০৬-১৯৮০) এদিন বাংলাদেশের রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ, গণিত-আচার্য ও পঞ্জিকা সংস্কারক। ইন্ডিয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ড. মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে গঠিত ভারত সরকারের ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটির সম্পাদক। প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা ইউনিয়নের পঞ্জিকা কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। কাঞ্চীপুরমের শঙ্করাচার্য তাঁকে 'গণিতকলানিধি' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর বিশেষ অবদান সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থাশ্রিতকরণ-গ্রন্থাদির সাহায্যে পঞ্জিকা-সংস্কার। পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ওপর বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

ভুল স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা
গত কাল 'জাগোবাংলা'য় অনবধানবশত ৩ সেপ্টেম্বরের **তারিখ অভিধান** প্রকাশিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

১৯৩১
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩১-২০২২) জন্মদিন। এদিন কলকাতার ঢাকুরিয়াতে নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং হেমপ্রভা দেবীর কোলে জন্ম তাঁর। অসংখ্য বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গান ছাড়াও ১৭টি হিন্দি ছবিতে নেপথ্য গায়িকার ভূমিকা পালন করেন তিনি। বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। 'জয়জয়ন্তী' এবং 'নিশিপদ্ম' ছবিতে নেপথ্য গায়িকা হিসেবে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হন সন্ধ্যা। সংগীতজগতে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কণ্ঠজুড়িতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম আসে সবার আগে। এই জুটির কণ্ঠেই জীবন্ত হয়ে উঠত উত্তম-সুচিত্রার অনস্ক্রিন কেমেস্ট্রি। গীতশ্রী সন্ধ্যাতারার কণ্ঠ মানেই ঠোঁটের কারিকুরিতে সুচিত্রা সেন— এমন ভাবনা বদ্ধমূল হয়ে আছে বাঙালির মনে। জীবনের একেবারে শেষ-পর্বে 'পদ্মশ্রী' সম্মাননার প্রস্তাবে অপমানিতই বোধ করেন শিল্পী এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন। সেই অপমানের বোধ ব্যক্তিগত স্তর ছাড়িয়ে বাঙালি জাতিসত্তাকেও আহত করে। সমাজ-সংস্কৃতিতে শিল্পী আসেন, শিল্পী যান। কিন্তু সবাই যুগসৃষ্টি করে যান, এমন নয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সেই উন্নত মার্গের শিল্পী, যিনি তাঁর কণ্ঠলাবণ্যে যুগ তৈরি করে গিয়েছেন।

১৮৮৩ পঞ্চানন নিয়োগী (১৮৮৩-১৯৫০) এদিন হুগলির হোরায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রিফিথ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী। ১৯০৪-'০৬, এই সময়কালে বঙ্গীয় সরকারের গবেষক ছিলেন। পড়িয়েছেন রাজশাহি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৪৩-এ পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রসায়ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন। রচিত গ্রন্থ 'আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন', 'আয়রন অ্যান্ড অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়া', 'তুফান' ইত্যাদি।

১৯১৯ মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-২০০০) এদিন বাংলাদেশের পাবনা জেলার অন্তর্গত শীতলাইতে জন্ম নেন। তিনি বিশিষ্ট কবি। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু', প্রকাশকাল ১৯৩৯। তেভাগা আন্দোলন নিয়ে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'ইয়াসিন মিঞা' জনতার দরবারে ঢেউ তুলেছিল। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক এই কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল', 'একচক্ষু', 'সনেট সমগ্র', 'অমিল থেকে মিলে' 'কালের নিস্বন', 'আমাকে বাঁচতে দাও আমাকে জাগতে দাও' ইত্যাদি।

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ আজ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালেন হুগলি জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৫

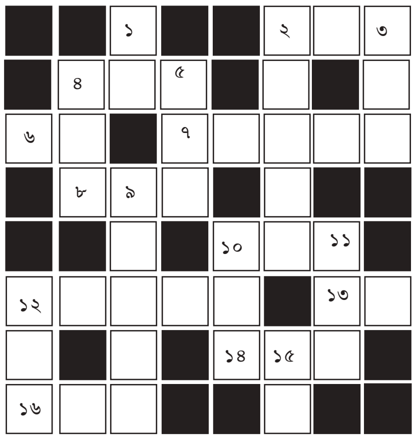

পাশাপাশি : ২. ময়দায় প্রস্তুত নোনতা খাবারবিশেষ ৪. রায় ৬. বাঁধন, গিঁট ৭. সকলের অগ্রবর্তী ৮. জ্ঞানী ১০. দর্পণ, মুকুর ১২. উপরের কাঠামো বা গঠন ১৩. গর্ত ১৪. অধিকার, কর্তৃত্ব ১৬. ঢেউ।

উপর-নিচ : ১. কলাগাছ ২. সুপ্তি, গভীর নিদ্রা ৩.প্রকার, রকম ৪.প্রতিপক্ষ ৫. রসগ্রহণ, আস্বাদন ৯. দারুণ ১০. আনন্দ, হর্ষ ১১. ধরাছোঁয়া ১২. সমূহ, রাশি ১৫. বর্ধমান জেলার এক নদী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৪ : পাশাপাশি : ১. অলকাধিপ ৪. তলবি ৫. নিরাকার ৬. বিদূরজ ৮. কুৎসা ৯. দরাজদিল। **উপর-নিচ :** ১. অবিচার ২. কাশ্যপী ৩. পলিসিবাজ ৫. নিমিত্তবিদ ৬. বিলকুল ৭. খারিজ।

৩ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১১৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৬৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৬৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৮.২৫
ইউরো	১০৫.৯০	১০৩.৬৭
পাউন্ড	১২১.২৫	১১৮.৭৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

■ দেবলীনা কুমার, সঙ্গে ওঁর মা দেবযানী দেবী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

একাদশীতে বাজা কদমতলা ঘাটে চলছে প্রতিমা বিসর্জন

ডিভিসি জল ছাড়ায় দুর্যোগের আশঙ্কা, তৎপর রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : ডিভিসি অনিয়ন্ত্রিতভাবে নিজেদের একাধিক জলাধার থেকে জল ছেড়ে বাংলায় দুর্যোগ তৈরি করতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করার পরই রাজ্য প্রশাসন তৎপর। উৎসবের সময় বাংলায় প্লাবন ঘটানোর যে চক্রান্ত শুরু করেছে কেন্দ্র, তা প্রতিহত করতে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ পদক্ষেপ।

রাজ্য সরকারের দাবি, ডিভিসির এই ধরনের আচরণ শুধু উৎসবের সময় নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলার মানুষের নিরাপত্তা ও কৃষি অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। নিম্নচাপের ফলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং সেইসঙ্গে ডিভিসি জলছাড়া। দুয়ে মিলে সাংঘাতিক পরিস্থিতি হওয়ার আশঙ্কায় শুক্রবার সন্ধ্যায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্ন থেকে রাজ্যের সব জেলাশাসকের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা, নদীগুলির জলস্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পাঠানো এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত রাজ্য সরকারকে জানানোর নির্দেশ দেন। বিশেষ করে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার নদীগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ডিভিসির আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছে রাজ্য। যাতে আরও জল ছেড়ে সংকট না বাড়ায় ডিভিসি। পাশাপাশি উৎসবের মধ্যে কেন রাজ্যকে আগাম না জানিয়ে এত বিপুল জল ছাড়া হল তা জানতেও চিঠি দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চলে সতর্কতা জারি করেছে। বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে এবং আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতরকেও জলবাহিত রোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় তা নির্ভর করছে আগামী কয়েক দিনের বৃষ্টিপাত ও ডিভিসির জলছাড়া নিয়ন্ত্রণের ওপর।

মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ

- পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখা হয়েছে
- বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী প্রস্তুত
- নদীগুলির জলস্তর পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে
- নদী-তীরবর্তী এলাকা ও নিম্নাঞ্চলে সতর্কতা জারি
- বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু
- আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে
- স্বাস্থ্য দফতরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ

সোনমার্গ এবং সল্টলেক সাংস্কৃতিক সংসদের সেন্ট্রাল পার্কে দশেরা অনুষ্ঠান। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার প্রমুখ।

নিম্নচাপের জেরে অতিবৃষ্টি রাজ্যে দুর্যোগ লক্ষ্মীতেও

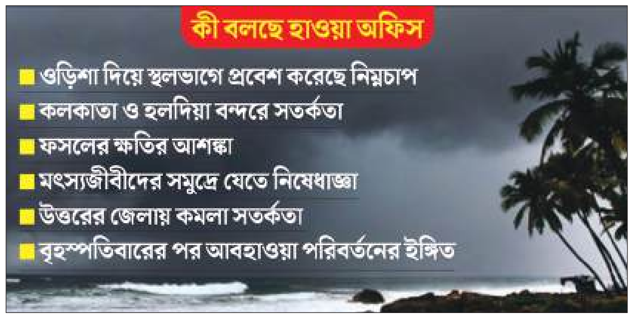

প্রতিবেদন : পুজোয় খুব একটা দাপট না দেখালেও নবমী নিশি থেকেই নিজের খেল দেখিয়েছে আবহাওয়া। দশমীর সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি। তবে পুজো কাটলেও দুর্যোগের মেঘ কাটেনি। বরং আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, কলকাতাতেও চলবে বৃষ্টি। তবে শুধু উত্তর নয় দক্ষিণের জেলাতেও আগামী একসপ্তাহ ধরে ব্যাপক বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া চলতে থাকবে। বঙ্গোপসাগরে যে গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে সেটি ওড়িশা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। এর ফলে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরেও সতকর্তা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে—

শনিবার : দক্ষিণের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় হবে, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ঝোড়ো হাওয়ার গতি ৩০-৪০ কিমি বেগে পৌঁছোতে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি। **রবিবার :** বীরভূমে অতি-ভারী বৃষ্টি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি। পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি। উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি। **সোমবার :** বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঝোড়ো হাওয়া-সহ বজ্র-ঝড়। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি। অন্যান্য জেলায় হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। **মঙ্গলবার :** হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্র-ঝড়ের সম্ভাবনা। **বুধ ও বৃহস্পতিবার :** সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।

পুজো শেষ হতেই কার্নিভালের প্রস্তুতি শুরু রেড রোডে

প্রতিবেদন: পুজো শেষ। রবিবাসরীয় দুপুরে শহর কলকাতায় পুজো কার্নিভাল। যেখানে অংশ নেবে শহর ও শহরতলির সেরা পুজোগুলি। একইসঙ্গে কলকাতা ও আশপাশের সেরা প্রতিমাগুলি দেখার সুযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে দুর্গোৎসব থেকে পুজো কার্নিভাল এখন গোটা বিশ্বের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দেশ-বিদেশের অতিথিরা এবারও আসছেন রেড রোডের কার্নিভালে। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। অতিথি-অভ্যাগত থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ও সাধারণ মানুষের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। রবিবার কার্নিভাল উপলক্ষে শহরের কয়েকটি রাস্তায় যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। কিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। রবিবার দুপুর ২টোয় শুরু হবে কার্নিভাল। দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত এজেসি বোস রোড ধরে এক্সাইড ক্রসিং থেকে হেস্টিংস ক্রসিং, নিউ রোড, ডাফরিন রোড, লাভার্স লেন, রেড রোড পর্যন্ত রাস্তায় সমস্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ। আবার দুপুর ২টো থেকে কার্নিভালের শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস ক্রসিং থেকে লাভার্স লেন পর্যন্ত খিদিরপুর রোডের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। দুপুর ২টো থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ক্রসিং থেকে মেয়ো রোড এবং রেড রোড, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, পলাশি গেট রোড, এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। পথচারিরা এজেসি বোস রোড, চৌরঙ্গি রোড, আউট্রাম রোড, মেয়ো রোড বা আর আর অ্যাভিনিউ ধরে রেড রোডে পৌঁছবেন।

নিরঞ্জনপর্বে গঙ্গাপাড়ে জোর সাফাই অভিযান পুরসভার

প্রতিবেদন : এ যেন শেষ হইয়াও হইল না শেষ! শারদোৎসবের বিদায়লগ্নে দাঁড়িয়ে এখন উমাকে কৈলাসের পথে এগিয়ে দেওয়ার পালা। বৃহস্পতিবার দশমীর পর শুক্রবার একাদশীতেও কলকাতার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটগুলিতে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্ব। ঘাটে-ঘাটে রয়েছে কলকাতা পুরসভার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, কলকাতা পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং জলে রিভার

ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি। দশমীর রাতে হাজারও প্রতিমা বিসর্জনের পর শুক্রবার সকাল থেকে ঘাটগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তৎপর পুরসভা। আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে লাগাতার সাফাই-অভিযান চলছে পুরকর্মীদের। গঙ্গাদূষণের কথা মাথায় রেখে দ্রুত জল থেকে তোলা হয়েছে বিসর্জন দেওয়া প্রতিমা। ঝাঁ-চকচকে রাখা হচ্ছে পুরসভার অধীনস্থ ঘাটগুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল থেকেও প্রচুর প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে। সন্ধ্যার পর বিসর্জনের সংখ্যা আরও বাড়বে।

প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বাবুঘাট-জাজেস ঘাট থেকে শুরু করে আহিরিটোলা-কুমোরটুলি ঘাটে। ঘাটের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লঞ্চগুলিতে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। রিভার ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারিতে কাউকে গভীর জলে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। রাস্তা থেকে প্রতিমা বয়ে এনে ঘাটে পাক খাইয়ে জলে দেওয়ার পুরোটাই করছেন পুরকর্মীরা। পুজো কমিটির শুধুমাত্র একজনকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে রীতি অনুযায়ী গঙ্গার জল সংগ্রহ করার জন্য। এছাড়াও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলছে আকাশপথেও। পাশাপাশি, বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় জলাশয়ে প্রতিমা বিসর্জনে নিরাপত্তা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও ক্লাব কর্তাদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীর প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : বাংলাজুড়ে দশমীর বিষাদ। তবে এই বিষাদের মধ্যেই নতুন করে আগমনীর দিন গোনা শুরু চন্দননগরবাসীর। কালীপুজো মিটলেই হৈমন্তিকার আরাধনায় মাতবে ফরাসডাঙা। দুর্গাপুজোর দশমীর দিনই নিয়ম মেনে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাঠামো পুজো হয়ে গেল। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে হল অঞ্জলি দেওয়া। এই কাঠামো পুজো থেকেই চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। তাই দুর্গা দশমীর দিনই চন্দননগরে কাঠামো পুজোর সময়ে রীতিমতো পুজোপাঠ হয়, দেওয়া হয় অঞ্জলি। বৃহস্পতিবার একইসঙ্গে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

4 October, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চক্রান্ত

দশমী কাটতে-না-কাটতেই ফের শুরু ডিভিসি-র চক্রান্ত! এবার ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া হল দেড় লক্ষ কিউসেকের বেশি জল। স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া যায়, বাংলাকে ভাসাতে আরও এক গভীর চক্রান্ত। বারবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে জানিয়ে জল ছাড়া হোক। এর জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে আলোচনা করা হোক। কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও উৎসবমুখর বাংলাকে ভাসাতে কেন্দ্রের চক্রান্ত অব্যাহত। লাগাতার বৃষ্টি। ৪৮ ঘণ্টা পরে লক্ষ্মীপুজো। এরপর রয়েছে কালীপুজো, ছটপুজো। তার মাঝে ছাড়া হল জল। ন্যক্কারজনক। বাংলা শান্তিতে উৎসবে মাতুক, চায় না কেন্দ্র। তাই ডিভিসি, পাঞ্চেতকে মাঠে নামিয়ে ষড়যন্ত্র। এই বিপর্যয় ডিভিসি-মেড। মুখ্যমন্ত্রী যথার্থ বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, বাংলার বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত মেনে নেওয়া হবে না। অশুভকে সরিয়ে শুভ ইচ্ছাই জয়লাভ করবে। ক্ষুব্ধ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, প্রতি বছর ম্যান-মেড বন্যা তৈরি করে ডিভিসি। সামনে নির্বাচন, তাই কোমর বেঁধে নেমেছে। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও কসুর করে না। কিন্তু এই নোংরা খেলা বেশিদিন চলতে পারে না। মানুষও জবাব দিতে তৈরি। ২০২৬-এর ভোটে সব চক্রান্তের জবাব দেবেন বাংলার মানুষ।

e-mail থেকে চিঠি

ছিঃ, বিজেপি, ছিঃ!

জিভ কাটব না আর লজ্জায়। লজ্জা তো ওদের হওয়ার কথা। আমরা কেন পাব? আমরা বরং আমাদের রাগ আর ঘেন্না বুঝিয়ে দেব ওদের একটা ভোটও না দিয়ে। আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপি শূন্য রাজ্য করার শপথ নিই এই দেবী পক্ষে। কেন একথা বলছি, তার কারণটা অগোপন করি। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের এক হাসপাতালে গত মঙ্গলবার রাতে গরিব পরিবারের এক অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে হাসপাতালের মেঝেতে সর্বসমক্ষে সন্তান প্রসব করতে বাধ্য করেছেন চিকিৎসক। রাত ৯-৩০টা নাগাদ প্রসববেদনা উঠতে তরুণীকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, হাসপাতালে প্রসব করানো হয় না। উপরন্তু ওই চিকিৎসকের কটূক্তি শুনতে হয় তরুণীকে। মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয় অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে। মাটিতে বসে তীব্র ব্যথায় চিৎকার করেছেন ওই তরুণী। তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেননি কোনও কর্মীই। কেবল এক বয়স্ক আত্মীয়াকে তরুণীর পাশে বসে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। প্রসবের পর একজন নার্স তরুণীকে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েননি। নার্স জিজ্ঞাসা করেন, 'মজা হল, আর মা হবি?' তরুণীটির একটাই দোষ ছিল, সে কোনও বিত্তবান পরিবার থেকে আসেনি। গরিবের ঘরের উমাকে তাই প্রসব করতে হয়েছে ওভাবে। মনে রাখতে হবে, এ হল সেই উত্তরাখণ্ড, যে উত্তরাখণ্ড একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (UCC) গ্রহণ করেছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী এবং অভিন্ন বা নাগরিক নয়। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত টানা ছয় বছর ধরে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের তালিকায় শীর্ষে ছিল উত্তরপ্রদেশ। ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে রাজস্থান দ্বিতীয় স্থানে ছিল। ২০২২ সালে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের হার বেশি থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে দিল্লি এবং হরিয়ানা ছিল। মনে হচ্ছে, বিজেপি-শাসিত উত্তরাখণ্ড অচিরেই এই তালিকায় সংযোজিত হবে। বিজেপির সামাজিক প্রকৌশলের অঙ্গ হল মহিলাদের বাহ্যত সম্মান দেখানো। বিজেপি, তার নারী-বিরোধী, দলিত-বিরোধী এবং আদিবাসী-বিরোধী নীতিগুলিকে আড়ালে রাখার জন্য, রামনাথ কোবিন্দ (একজন দলিত) এবং দ্রৌপদী মুর্মু (একজন আদিবাসী মহিলা)-কে একের পর এক ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বসিয়েছে। যদিও আরএসএস সর্বদা পুরুষতান্ত্রিকভাবে পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি সংগঠন হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। মোদি-সরকার এবং বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে বা এলে দরিদ্র এবং নারীর উপর আরও তীব্র আক্রমণ নেমে আসবে, হরিদ্বারের ঘটনা সে-বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে গেল।

— মধুসূদন নন্দী, ট্যাংরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওদেরকে চিনে নিন বিষদাঁত উপড়ে দিন

বিজেপি একটি নোংরা মানসিকতাসম্পন্ন জনবিরোধী দল। তাই ওদের একটি ভোটও দেবেন না। কেন এই আবেদন? বুঝিয়ে দিতে কলম ধরলেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এবং আরএসএস-নিয়ন্ত্রিত বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকাকালীন গত দশ বছরে হিন্দিবলয়ের কর্পোরেট হিন্দুত্বের প্রতিশোধমূলক প্রচেষ্টা তীব্রভাবে দেখা গেছে। স্বাধীন ভারতের গত ৭৭ বছরে এত জনবিরোধী, ধনীপন্থী, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী এবং কর্তৃত্ববাদী শাসন আর কখনও দেখা যায়নি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং এর সংঘ পরিবার হল সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস এবং আজ ভারতে বিজেপির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এখন হিন্দু মহাসভা বিস্মৃতিতে চলে গেছে, কিন্তু বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন যেমন জামাত-ই-ইসলামি, সিমি, এসআইও, মুসলিম লিগ, এমআইএম, পিএফআই, পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসী সংগঠন; এবং বিভিন্ন খালিস্তানি গোষ্ঠীর মতো শিখ মৌলবাদী সংগঠন সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিনিধিত্ব করে। আর বিজেপি ও তার মদতদাতা সংঘ শক্তি সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার প্রতিনিধিত্ব করে। ইতিহাস বলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা একে অপরের উপর নির্ভর করে এবং একে অপরকে বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যদিও সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিপজ্জনক, তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতা আরও বড় বিপদ কারণ এটি জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দেশ এবং অনেক রাজ্যে ক্ষমতা দখল করার শক্তি প্রদর্শন করেছে।

১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভা নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' শীর্ষক বইয়ের আবির্ভাবের সাথে সাথে 'হিন্দুত্ব' শব্দটির জন্ম বলে অনুমিত হয়। আরএসএস কর্তৃক প্রকাশিত আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জীবনী অনুসারে, 'হিন্দুত্বের ধারণার উপর সাভারকরের অনুপ্রেরণামূলক এবং উজ্জ্বল ব্যাখ্যা, যা অকাট্য যুক্তি এবং স্পষ্টতা দ্বারা চিহ্নিত, ডক্টরজির (হেডগেওয়ারের) হৃদয়বীণায় ঝংকার তুলেছিল। হেডগেওয়ারের মৃত্যুর পর আরএসএসের দ্বিতীয় প্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর সাভারকরের হিন্দুত্বকে একটি মহান বৈজ্ঞানিক চিন্তাদর্শন বলে মনে করেছিলেন। গোলওয়ালকরের লেখা আরও দুটি বই, যার শিরোনাম 'উই অর আওয়ার ন্যাশনহুড ডিফাইন্ড' এবং 'বাঞ্চ অফ থটস', হিন্দুত্ববাদী শক্তির আদর্শগত ত্রিধারা বা ত্রিশূল প্রতীককে পূর্ণতা দেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুধর্ম ভিন্ন দর্শন। হিন্দুধর্ম একটি ধর্ম। হিন্দুত্ব স্পষ্টতই ঘৃণা ও বর্জনের উপর ভিত্তি করে এবং মনুস্মৃতির প্রতি মৌলিক আনুগত্যের ভিত্তিতে একটি 'হিন্দু রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রোজেক্ট।

বিজেপির এই কর্পোরেট-মনুবাদী হিন্দুত্ব ভারতের সামনে এবং এর গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয়তা এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। আর এগুলোই আমাদের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এটি এদেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার পক্ষে মারাত্মক হুমকি। এটি নির্লজ্জভাবে পুঁজিবাদপন্থী, জমিদারপন্থী, সাম্রাজ্যবাদপন্থী এবং তার শ্রেণি চরিত্রে ফ্যাসিবাদী। এটি 'ভারতের ধারণা'র উপর আক্রমণ, যা আমাদের সমন্বিত ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে ধারণ করে। এদের লক্ষ্য কোনও উন্নয়ন নয়, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। সেটা তীব্র করার পর, তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ভারতের সংবিধান পরিবর্তন যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা যায়।

জননেত্রী কাজে, পুজো শেষে জনসেবায়, এটাই ওরা পারে না মোটেও, আজও।

ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হলে যাঁরা ভাবছেন, মন্দ কী! তাঁদের অবগতির জন্য কতিপয় কথা।

এক, হিন্দুত্ব এবং মনুবাদ অভিন্ন। মনুস্মৃতি হল ২০০০ বছরের পুরনো একটি গ্রন্থ যা তথাকথিত আইন প্রণেতা মনু লিখেছিলেন। এটি হিন্দুধর্মের অন্যতম ভিত্তি। এটি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং শূদ্র (স্বামী বিবেকানন্দ যাঁদের শ্রমজীবী জনসাধারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন) এবং নারীদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে না।

মনুস্মৃতি ঐতিহ্য অনুসারে দলিতেরা এমনকী শূদ্রও নয়; তারা আরও নিম্নস্তরের এবং চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে। মহাত্মা জোতিরাও ফুলে এ-জন্য তাঁদের অতিশূদ্র বলে উল্লেখ করেছিলেন।

হিন্দুত্ববাদীদের কাছে মনুস্মৃতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝানোর জন্য সভারকরের ভাবনা-চিন্তার ওপর আলো ফেলা যেতে পারে। সাভারকর লিখেছেন, 'মনুস্মৃতি হল সেই ধর্মগ্রন্থ যা আমাদের হিন্দু জাতির জন্য বেদের পরেই সবচেয়ে পূজনীয় এবং প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সংস্কৃতি-প্রথা, চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলনের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। ...আজ মনুস্মৃতি হল হিন্দু আইন।'

আর গোলওয়ালকর মনুকে 'বিশ্বের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আইনদাতা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ঠিক এই কারণেই ডঃ বি আর আম্বেদকর, একটি সত্যিকারের ঐতিহাসিক ঘটনায়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার মাহাদে জনসমক্ষে মনুস্মৃতি পুড়িয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সালে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মানমাদে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার মতে, এই দেশের শ্রমিকদের দুটি শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। এই দুটি শত্রু হল ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পুঁজিবাদ।' সুতরাং বিজেপি যে হিন্দুত্ববাদী চিন্তা-ভাবনায় বিশ্বাস করে, সেটি দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে সকল হিন্দু নিরাপদে থাকবেন না, একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়।

দুই, ২০০২ সালের গুজরাতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে মোদির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মনে রাখবেন। ২০০০ জনেরও বেশি মুসলিম নিহত হয়েছিল, শত শত নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল, এমনকী অসংখ্য শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি ছিল দেশভাগের পর ভারতে সবচেয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাবানল। আর এরই সাম্প্রতিক রূপ দেখা গেছে গণপিটুনিতে।

গণপিটুনির জন্য যে প্রধান 'কারণ'গুলি দেওয়া হয়েছে তা হল গরু জবাই, গরুর মাংস বহন, গরু ও ছাগল চুরি, লাভ জিহাদ ইত্যাদি। প্রায় সবসময়ই, প্রদত্ত কারণগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। গণপিটুনির এই অভিযান সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়, সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে গুন্ডা দলগুলিকে ক্ষমতার বিকৃত অনুভূতি দেয়, সমাজে ঘৃণা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে এবং সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীব্র করে তোলে। এটি শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের ২৬ মে নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম শপথ গ্রহণের ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকে। তার পর থেকে গত ১০ বছরে অসংখ্য নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাত, মহারাষ্ট্র এবং কর্নাটকের মতো রাজ্যগুলিতে।

তিন, বিজেপি শাসনকালে নারীদের উপর ভয়াবহ সব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের হাথরাস এবং উন্নাওতে নারী ও তাদের আত্মীয়দের গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দেশবাসীকে হতবাক করেছে।

দেশকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল অলিম্পিক পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিরদের, যা তৎকালীন রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউএফআই) সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং, যিনি তখন বিজেপি সাংসদ ছিলেন, যৌনহয়রানির বিরুদ্ধে আন্দোলন। ২০২৩ সালে দিল্লিতে কুস্তিগিরেরা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরেও, অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি; বিপরীতে, মোদি যেদিন নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করেছিলেন, সেদিনই কুস্তিগিরদের মারধর করা হয়েছিল।

যদি পশ্চিমবঙ্গকে এই হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে চান, তবেই এদের ভোট দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন। নচেৎ এই বিজেপিকে একটি ভোটও নয়।

রাজ্য

কালীঘাটে বিজয়া সম্মিলনীতে মুখ্যমন্ত্রী ● এক ফ্রেমে নানা মুহূর্ত

বিজয়া সম্মিলনীতে নানা মুহূর্তে অভিষেক

রাজ্য
4 October, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাজেস ঘাটে চলছে বিসর্জন। শুক্রবার

যান-চলাচল থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ পুজোয় চ্যাম্পিয়ন কলকাতা পুলিশ

প্রতিবেদন : একদিকে রাস্তাঘাটের যান নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে পুজো মণ্ডপগুলিতে উপচে পড়া জনস্রোত সামাল দেওয়া। তার সঙ্গে আবার শহরের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পুজোয় একা হাতে দশদিক সামলাতে হয় পুলিশকে। এবারও কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে পুজো পরিচালনায় 'চ্যাম্পিয়ন' কলকাতা পুলিশই। পুজোর জন্য সাধারণ মানুষের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপোস করেনি পুলিশ। মানুষের সুরক্ষার প্রশ্নে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের প্যান্ডেলে লাইট-সাউন্ড শো কিংবা ত্রিধারা সম্মিলনীর মণ্ডপে অঘোরি সাধুদের নাচ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। যান- চলাচল থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ কিংবা পার্কিং সমস্যা, সবটাই ঠান্ডা মাথায় সামলেছেন লালবাজারের কর্তারা। প্রয়োজনে পথে নেমেছেন উচ্চপদস্থ কর্তারাও।

নগরপাল মনোজ ভার্মা নিজেও বিভিন্ন মণ্ডপ ও যানজটপ্রবণ রাস্তায় ঘুরে তদারক করেন।

এ বছর কার্যত মহালয়ার পর থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য মণ্ডপের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন নামকরা পুজো উদ্যোক্তারা। আর নিত্যনতুন ভাবনার টানে শ্রীভূমি-টালা থেকে চেতলা-সুরুচির প্যান্ডেলে পুজোর প্রত্যেকদিনই বাঁধভাঙা জনসমুদ্র আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সবটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আবার পথেঘাটে যানজটে মানুষকে দুর্ভোগের শিকারও হতে হয়নি। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, আগে থেকেই সমস্ত পরিকল্পনা করে রাখা ছিল। কোথায় পার্কিং জোন হবে, কোথায় ব্যারিকেড করা হবে সেসব খতিয়ে দেখে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পুজোয় পুলিশের চিরকালীন ট্যাগলাইন, তোমার ছুটি আমার নয়! পুজোর সময় গোটা শহর, রাজ্য যখন পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটায়, ঠাকুর দেখে আনন্দ করে; পুলিশকর্মীরা তখন ছুটি বাতিল করে মানুষের সুরক্ষা-নিরাপত্তায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এবারও কলকাতা পুলিশের হাজার হাজার আধিকারিক পথে নেমে সাধারণ মানুষকে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগের সুযোগ করে দেন। লালবাজার সূত্রে খবর, চতুর্থীতে দশ হাজার পুলিশ রাস্তায় ছিল। সপ্তমী থেকে এই সংখ্যা আরও কয়েকহাজার বাড়ানো হয়। পুলিশকর্মীদের দিনরাতের পরিশ্রমের ফলেই সাধারণ মানুষ এ-মণ্ডপ থেকে ও-মণ্ডপ ঘুরে শান্তিতে সুষ্ঠুভাবে ঠাকুর দেখতে পেরেছেন।

কড়া ব্যবস্থা পুলিশের

পুজোর শহরে হেলমেট ছাড়া বেপরোয়া বাইক

প্রতিবেদন : অন্যবারের মতো এবারও পুজোর ক'টা দিন শহরের রাজপথে একই ছবি। হেলমেট ছাড়াই দাপিয়ে বেড়াল বাইকবাহিনী। কেউ কেউ আবার মদ্যপ অবস্থায়। ট্রাফিক আইনকে 'ডোন্ট কেয়ার'। দু'জনের জায়গায় তিন, কখনও চার সওয়ারি। কিন্তু আগাগোড়া সতর্ক ছিল পুলিশ, প্রশাসন। দেখলেই কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছে তারা। তথ্য বলছে, চতুর্থী থেকে অষ্টমী, শহরে ট্রাফিক আইন ভাঙার দায়ে জরিমানা করা হয়েছে মোট ৬,২৮৪ জনকে।

৬,২৮৪ জনকে জরিমানা। ধৃত ৩৪৮

বাইকে নিয়ম ভেঙে ট্রিপল রাইডিংয়ের কেস হয়েছে ১২৪০টি। হেলমেট ছাড়া বাইক নিয়ে বেরিয়ে জরিমানার মুখে পড়েছেন ৩২৩১ জন। সঙ্গে বেপরোয়া বাইক চালানো ও মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালানোর অভিযোগও রয়েছে। বেপরোয়াভাবে বাইক চালানোর অভিযোগে কেস দেওয়া হয়েছে ৫৬৮ জনকে। মদ্যপ অবস্থায় চালানোর অভিযোগ ৫০৪ জনের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে। এ-ছাড়াও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন ৩৪৮ জন।

উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে আজ চারটি কার্নিভাল

সংবাদদাতা, বারাসত : উমা পাড়ি দিয়েছেন কৈলাসের পথে। তবে যেতে যেতেও তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হবে শনিবার বিকেলে। বারাসত, বসিরহাট, বারাকপুর ও বনগাঁ মহকুমায় জুড়ে মোট চারটি কার্নিভাল হবে। তাই মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পাল বলেন, শনিবার বিকেল চারটে থেকে জেলার চারটি মহকুমায় চারটি দুর্গাপুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। বসিরহাটে অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর আড়াইটে থেকে। বারাসতের কার্নিভালে ১৩টি পুজো কমিটি তাদের প্রতিমা নিয়ে আসবে। বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে ১১টি, বসিরহাটের রেজিস্ট্রি অফিস মোড়ে ১৪টি এবং বারাকপুরে চিড়িয়া মোড়ে ১৩টি পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, কার্নিভাল চলাকালীন কয়েক ঘণ্টার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ থাকবে। তবে ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঝড়ে ভেঙে পড়ল মণ্ডপ

সংবাদদাতা, চন্দননগর : নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণের একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি। শুক্রবার কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল চন্দননগরের নারুয়া শান্তির মাঠ এলাকা। কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে ভেঙে গিয়েছে পুজো মণ্ডপ থেকে বাড়ির চাল। ডালপালা ভেঙেও রাস্তা আটকে পড়েছে। শুক্রবার ভোরের দিকে হঠাৎ দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। এর মধ্যেই টর্নেডোর মতো পাক-খাওয়া ঝড় বয়ে যায়। ভেঙে যায় নারুয়া শান্তির মাঠ এলাকার একটি পুজো কমিটির মণ্ডপ। আশেপাশে থাকা বাড়ি-ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেঙে পড়েছে ইটের দেওয়াল। বাড়ির টিনের চাল উড়ে গেছে হাওয়ার দাপটে। বড় বড় আমগাছের ডাল ভেঙে পড়েছে বাড়ির উপরে। তবে কেউ হতাহত হননি।

পরকীয়ায় স্বামীকে খুন

প্রতিবেদন : স্ত্রীর পরকীয়ায় বাধা! যুবকের রহস্যমৃত্যু পদ্মপুকুরে। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। মৃতের নাম বিকি মল্লিক (৩০)। বালিগঞ্জ থানায় তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে বিকির পরিবার। অভিযোগ, বিকির স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মল্লিকের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়ে দম্পতির মধ্যে ঝামেলা লেগেই থাকত। পরকীয়া সম্পর্কে যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেজন্য বিকিকে বেশিরভাগ সময় মদ্যপান করিয়ে রাখা হত। অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিকির গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কড়া নিরাপত্তায় ইছামতীর ঘাটে হচ্ছে প্রতিমা বিসর্জন

■ দশমীর পর একাদশীর দিনেও বসিরহাটে ইছামতীর ঘাটে পুলিশি নিরাপত্তায় চলল প্রতিমা বিসর্জনপর্ব।

সংবাদদাতা, বসিরহাট: শুরু হয়েছিল টাকি দিয়ে সেই রেশ বজায় রইল বসিরহাটের ইছামতীতে। একাদশীর শুভলগ্নে বসিরহাটের বিভিন্ন নদীর ঘাটে শুক্রবার চলল প্রতিমা নিরঞ্জনপর্ব। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে জনজোয়ারে ভাসল বসিরহাট। বৃহস্পতিবার টাকিতে মহাধুমধাম করে হয়েছিল প্রতিমা বিসর্জন। একাদশীতে বসিরহাট শহরে শুরু হয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন। এদিন ইছামতী বোটঘাট, বসিরহাটের বিদ্যাধরী ছোট কলাগাছি, দুলদুলি ডাঁসা নদী-সহ বিভিন্ন নদীর ঘাটে চলে প্রতিমা নিরঞ্জন। সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমস্ত রকমভাবে প্রস্তুত ছিল বসিরহাট পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। নদীতে স্পিড বোটের মাধ্যমে যেমন নজরদারি চলেছে, তেমনি ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথেও নজরদারি চালানো হয়। গোটা এলাকা সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। বসিরহাটের বোটঘাট পরিদর্শন করেন বসিরহাটের মহকুমাশাসক আশিস কুমার, বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি ডঃ মেহেদি রহমান হোসেন।

রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল

প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আসছে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। আগামী ৭ অক্টোবর উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে একটি দল রাজ্যে পৌঁছবে। দু-দিনের সফরে তাঁরা সব জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করবেন। কয়েকটি জেলায় গিয়ে সরেজমিনে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করবেন তাঁরা। ৯ অক্টোবর প্রতিনিধি দলের দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা। এই সফরের পরেই রাজ্য-সহ গোটা দেশে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিদায় বেলায়...

আমার বাংলা

4 October, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

টয় ট্রেনে উমা পাড়ি দিলেন কৈলাসে

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : মেঘলা আকাশ, কুয়াশাচ্ছন্ন শৈলশহর। পাহাড়ি রাস্তা ভেদ করে সরু লাইনে এগিয়ে চলেছে টয় ট্রেন। পুত্র-কন্যা বাহনদের নিয়ে ওই টয় ট্রেনের সাওয়ারি উমা! চার দিন বাপের বাড়িতে কাটিয়ে উমা ফিরছেন কৈলাসে। দশমীর তিথি পড়তেই জায়গায় জায়গায় দেবী দুর্গার নিরঞ্জন শুরু হয়ে যায়। দার্জিলিং জেলাতেও গতকাল, বৃহস্পতিবার বিসর্জন চলে। নিরঞ্জনের এক অন্য ছবি ধরা পড়ল শৈলশহরে। লরি, ট্রাক, নৌকা নয়- দার্জিলিংয়ে দেবীর বিসর্জন শোভাযাত্রা হল ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেনে। সেই অভিনব ঘটনা রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে পাহাড়ের

সাধারণ মানুষের মধ্যেও। টয় ট্রেনে চেপেই উমার কৈলাসযাত্রা! এই বছর ১১১ বছরে পড়েছে দার্জিলিংয়ের এনএনবিএইচ হল শ্রী মন্দিরের দুর্গাপুজো। এবার যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণভাবেই এই পুজো হয়। পাহাড়ের মানুষজন প্রতিবারের মতো এবারও এই পুজোয় শামিল হয়েছিলেন। গতকাল, বৃহস্পতিবার প্রতিমা বিসর্জন হয়। আর সেখানেও নতুনত্বের ছাপ দেখা গেল। টয় ট্রেনে করে প্রতিমাকে নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দার্জিলিং থেকে প্রায় ১২ কিমি দূরে রংবুল এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে উচ্চতম রেল স্টেশন ঘুমে প্রতিমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটা একটি টয় ট্রেন এই শোভাযাত্রার জন্য রিজার্ভ করা হয়েছিল। দুটি কামরায় পুজো কমিটির সদস্যরা ছিলেন। দেবী প্রতিমার জন্য একটি ট্রলি জোড়া হয়েছিল। সেখানেই প্রতিমাকে রাখা হয়। সেখানেও কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়ি রাস্তায় টয় ট্রেনটি দেখে অনেকেই থমকে গিয়েছেন। অনেকেই মোবাইল ফোন বার করে ভিডিও ও ছবি তুলতে থাকেন। রাস্তাতেই শারদ শুভেচ্ছা বিনিময় হয় সাধারণ মানুষদের মধ্যে। ভারী বৃষ্টি চলছে পাহাড়ে।

ভাসানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিচ্ছন্ন নদীঘাট

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

আজ শনিবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভাল। তার আগে ভাসানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীঘাট-সহ গোটা শহর পরিচ্ছন্ন করে এক প্রকার রেকর্ড তৈরি করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। শুক্রবার একাদশীর দিন সকাল থেকেই শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট পরিষ্কার করতে তৎপর শিলিগুড়ি পৌরনিগম। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার লালমোহন মৌলিক ঘাটে ১৯৮টি এবং পার্বতী ঘাটে ২৮টি দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়েছে, শনিবার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মেগা কার্নিভাল ২০২৫ এর আগেই মহানন্দা নদীর ঘাট সংলগ্ন এলাকা ঝকঝকে করে তুলতে চলেছে যুদ্ধকালীন তৎপরতার নদী পরিষ্কারের কাজ। মেয়র গৌতম দেব নিজে উপস্থিত থেকে কাজ পরিদর্শন করেছেন সকাল থেকে। নদীতে কাঠামো থেকে প্রতিমার শাড়ি—সবটাই পরিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি পাহাড়ে এবং শিলিগুড়িতে বৃষ্টির জেরে মহানন্দা নদীর জল বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রতিমা নিরঞ্জন ঘাটে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে কোনও ভাবেই কোনও ব্যক্তি জলে না নামে সেদিকে নজর রাখতে ঘাটে ১০০-র অধিক সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। নদীতে নামানো হয়েছে ১০টি জেসিবি প্রতিমা বিসর্জনের পর কাঠামো তোলার জন্য । সব মিলিয়ে এক্সপ্রেস গতিতে কাজে নেমে পড়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

■ চলছে প্রতিমার কাঠামো সরানোর কাজ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে গাড়ি ধূপগুড়িতে মৃত ৪

■ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দশমীর রাতে ধূপগুড়িতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর পাশে একটি দোকানের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখনই জলপাইগুড়ির দিক থেকে আসা একটি স্করপিও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেল ও দুটি সাইকেলকে ধাক্কা মেরে সোজা ঢুকে যায় রাস্তার ধারের দুটি দোকানে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধূপগুড়ির পুলিশ বাহিনী ও দমকল। ক্রেন দিয়ে গাড়ি সরিয়ে উদ্ধার করা হয় আহতদের। আহত সাতজনকে দ্রুত ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে গুরুতর আহত তিনজনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে মৃত্যু হয় আরও একজনের। বাকি দুজনের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যেকেই ধূপগুড়ি শহরের ১৫ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শুক্রবার ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় আহতদের খোঁজখবর নিতে প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছান এবং মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে শোকস্তব্ধ করেছে। উৎসবের দিনে এমন প্রাণহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। আহতদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রীতি মেনে বোল্লা কালীপুজোর সূচনা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা রক্ষা কালীপুজোর সূচনা হলো শুক্রবার কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে। প্রাচীন রীতি মেনে এদিন বোল্লা মন্দির সংলগ্ন পুকুর থেকে কাঠামো তুলে এনে দুধ দিয়ে ধুয়ে পুজার আয়োজন করা হয়। গত রাত থেকেই মন্দির ঘাট থেকে চত্বর পর্যন্ত ফুলের সাজে সেজে ওঠে সমগ্র এলাকা। ভক্তদের ভিড়ে মুখরিত হয় মন্দিরপ্রাঙ্গণ। প্রতি বছর রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার এই ঐতিহ্যবাহী পুজা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে পূজা ও চারদিনের মেলা। পুজো উপলক্ষে ভিন রাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান থেকেও অসংখ্য ভক্ত আসেন। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ এই পুজো ও মেলায় প্রতিবছর লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, কাঠামো পুজো ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ। পুজো ও মেলার সফল আয়োজনে প্রস্তুতি শুরু করেছে কমিটি। কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল এই প্রাচীন ঐতিহ্যের নতুন অধ্যায়, যার অপেক্ষায় এখন গোটা উত্তরবঙ্গ।

■ ভক্তসমাগমে পালন আচার-অনুষ্ঠান।

শ্রমিকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, মালদহ : ভিনরাজ্যে সাপের কামড়ে মালদহের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। এই ঘটনায় মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের নাগরাই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত শ্রমিক সেখ মাহাবুল (৩৫) গত মাস দুয়েক আগে সে রাজস্থানে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও তিন নাবালক সন্তানকে রোজ দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে যাওয়া মাহাবুলের অকালমৃত্যু হয়েছে। ঘুমের মধ্যে বিষধর সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সকালে কফিনবন্দি নিথর দেহ নাগরাই গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে পরিবারবর্গ-সহ পুরো গ্রাম স্তব্ধ ও কান্নায় ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থল ও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে মানবিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা গ্রামের মানুষজনকে ভীষণভাবে স্তম্ভিত করেছে।

নৃশংসভাবে কাকাকে খুনে ধৃত ভাইপো

সংবাদদাতা,জলপাইগুড়ি : ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাকাকে প্রথমে কুপিয়ে খুন, পরে প্রমাণ লোপাটে ঝোপের মধ্যে দেহ গোবর চাপা! নৃশংস ঘটনা ডুয়ার্সের মাল ব্লকের বাগরাকোটের। যদিও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হয়নি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুনিকে গ্রেফতার করেছে মাল থানার পুলিশ থানার পুলিশ। মৃতের নাম হরিপ্রসাদ শর্মা (৩৯), অভিযুক্ত ভাইপো বিনোদ শর্মা (২২)-কে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টটগাও বস্তির প্রত্যন্ত এলাকায় একই বাড়িতে থাকতেন হরিপ্রসাদ ও ভাইপো বিনোদ। পারিবারিক কারণে প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝামেলা হত। দশমীর রাতে হরি নিজের বিছানায় শোওয়া অবস্থায় হঠাৎ ভাইপো ভোজালি দিয়ে আক্রমণ করে। আচমকা হামলায় আহত হরিপ্রসাদ প্রাণ বাঁচাতে দরজার দিকে দৌড়ে যান। তখন আবার দ্বিতীয়বার আঘাত করে বিনোদ। মাটিতে লুটিয়ে পড়লে একাধিকবার কোপ মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করে। এরপর মৃতদেহ বাড়ির পিছনে কলাঝোপে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপর গোবর ঢেকে দেয়। খুনের পর যেন কিছুই ঘটেনি, স্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে বিনোদ।

উত্তরের শিল্প-সংস্কৃতি ফুটে উঠবে শিলিগুড়ির কার্নিভালে

সংবাদদাতা রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ি : রাজ্য সরকারের নির্দেশ মত ৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে জেলাগুলির কার্নিভাল। দক্ষিণের মতো উত্তরের জেলাগুলির কার্নিভালেও ফুটে উঠবে শিল্প সংস্কৃতির ছবি। শিলিগুড়ি, মালদহ দুই দিনাজপুরও কার্নিভাল উপলক্ষে সেজে উঠেছে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে বসছে দুর্গাপুজো কার্নিভাল। শনিবার বিকেল থেকে রঙিন শোভাযাত্রায় জমে উঠবে শিলিগুড়ির রাস্তাঘাট। শুক্রবার সকালেই কার্নিভালের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হিলকার্ট রোডে পৌঁছান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। ট্রাফিক ও নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ভিড়-নিয়ন্ত্রণ— সবদিকেই নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা। মেয়র জানান, নিরাপদ ও নির্ভুল এক উৎসবমুখর পরিবেশ উপহার দিতেই প্রশাসনের এই উদ্যোগ। এ-বছর মোট ১২টি নামী পুজো কমিটি অংশ নেবে এই কার্নিভালে। প্রশাসনের পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, শুধু আনন্দ দেওয়াই নয়, শহরের শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও এক মঞ্চে তুলে ধরা এই কার্নিভালের উদ্দেশ্য। শনিবার সন্ধ্যা নামতেই হিলকার্ট রোড জুড়ে প্রতিমার শোভাযাত্রা, ঢাকের বাদ্যি আর আলোকসজ্জায় ভরে উঠবে শহর। বিভিন্ন ক্লাবের থিম, কারুকার্য আর শিল্পকলার সমাহারে উৎসব পাবে নতুন মাত্রা। স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নেবেন সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়। মেয়র গৌতম দেব সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, শিলিগুড়ি কার্নিভাল এখন শহরের ঐতিহ্য।

একইভাবে রায়গঞ্জে ১৫টি ক্লাব অংশ গ্রহণ করবে কার্নিভালে। প্রতিবারের মতো এবারেও রায়গঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হবে কার্নিভালের অনুষ্ঠান। শহরের গীতাঞ্জলি সিনেমা হলের সামনে তৈরি হয়েছে মূল মঞ্চ। সেখানে আসন গ্রহন করবেন বিশিষ্ট অতিথিরা। শুক্রবার কার্নিভালের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, উপ-পুরপ্রশাসক অরিন্দম সরকার, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী প্রমুখ। বিকেল ৫টায় শুরু হবে পুজো কার্নিভাল।

■ কার্নিভালের প্রস্তুতি দেখছেন উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা।

আমার বাংলা
4 October, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিঘার জগন্নাথধামের প্রথমবার পুজোয় ৫ দিনে প্রায় ৭ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড় হল

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে দুর্গাপুজোয় তুমুল উৎসবের আবহ তৈরি হল দিঘার জগন্নাথধামে। পুজোর পাঁচ দিনে একপ্রকার ভিড়ে টইটুম্বুর হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প জগন্নাথধাম। পাঁচ দিনে জগন্নাথ ধামে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটেছে বলে দিঘার জগন্নাথধাম ট্রাস্ট সূত্রে খবর। পুজোয় এবার সমুদ্রের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক পরিবেশের সাক্ষী থাকতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন দিঘায় ভিড় জমান। রোজ সন্ধ্যায় লাইন দিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ দর্শন করে যান আলোকোজ্জ্বল জগন্নাথধাম। দুর্গাপুজো উপলক্ষে জগন্নাথধামে মহালয়া থেকেই চলে বিশেষ পুজোপাঠ। ষষ্ঠী থেকে দশমী জগন্নাথ-বলরাম ও সুভদ্রাকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়। সুভদ্রা

দেবীকে দুর্গাজ্ঞানে পুজো করা হয় জগন্নাথধামে। এছাড়াও মন্দিরে অবস্থিত বিমলা দেবীকেও দুর্গারূপে পুজা করা হয়। আর এই সমস্ত আচারবিধি নিজেরা চাক্ষুস করতে ভক্তরা লাইন দিয়ে ভিড় জমান জগন্নাথধামে। পুজোর কদিন জগন্নাথধাম কর্তৃপক্ষের তরফে সমস্ত ভক্তদের জন্য প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথধাম ট্রাস্ট সূত্রে খবর, পুজোর প্রতিদিন ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ জগন্নাথধামে এসেছেন। নবমীর দিন দর্শনার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বিকেল থেকেই কাতারে কাতারে মানুষজন নবমীতে ভিড় জমান জগন্নাথধামে। লাইন দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করানো হয় তাঁদের। প্রতিদিন বিশেষ কীর্তন, নামগানের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশনেরও ব্যবস্থা হয় মন্দিরের মধ্যে। পুজো উপলক্ষে বিপুল ভিড়ে দিঘার অর্থনীতিও কার্যত অনেকটাই চাঙ্গা হল বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। পুজোয় জগন্নাথধামে পর্যটকদের বিপুল আগমনে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়াতে সিভিক ভলেন্টিয়ারের পাশাপাশি রাখা হয় অতিরিক্ত পুলিশ। প্রসাদ বিতরণের সময়ও যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য বিশেষ নজরদারি ছিল মন্দিরেও। ট্রাস্ট সদস্য রাধারমণ দাস বলেন, জগন্নাথধাম উদ্বোধনের পর প্রথমবার পুজোতেই পাঁচ দিনে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ এসেছেন।

তমলুকের ঘটনায় নয়া মোড়, টাকা ধার না পেয়ে সোনার দোকানে ডাকাতির ছক

সংবাদদাতা, তমলুক : তমলুকের মিলননগরে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় নয়া তথ্য উঠে এল পুলিশের হাতে। টাকা ধার না দেওয়ায় ভাড়াটে দুষ্কৃতীদের দিয়ে ডাকাতির ছক কষা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যে এলাকার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে বৃহস্পতিবার ডাকাতির পাণ্ডা পাঁশকুড়ার বাপ্পাদিত্য বাগ ও দিলীপ মাইতি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের শ্রীকান্ত মাঝিকে গ্রেফতার করে। তাদের তমলুক আদালত ৬ দিনের পুলিশি হেফাজত দেয়। বাপ্পাদিত্য ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড। সে ভিনরাজ্যে সোনার কাজ করত। সেই সুবাদে সোনার দোকানের মালিক পূর্ণ অধিকারীর সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। ধৃত দিলীপ মাইতিও পূর্ণ অধিকারীর পূর্বপরিচিত। প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর পূর্ণবাবুর সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পরই পুলিশ মিলননগর বাজার-সহ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। দেখা যায়, ধৃতেরা প্রথমে তমলুকের খারুই এবং পরে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর যায়। যাত্রাপথে একাধিকবার নিজেদের পোশাক বদল করে। জানা যায়, ডাকাতির ক'দিন আগে বাপ্পাদিত্য পূর্ণ অধিকারীর কাছে বেশ কিছু টাকা ধার চায়। তিনি ধার না দেওয়ায় বাপ্পাদিত্য দিলীপ ও শ্রীকান্তকে নিয়ে ছক কষে ভিনরাজ্য থেকে দুষ্কৃতী ভাড়া করে তাদের দিয়েই ডাকাতি করায়। তমলুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজল আবরার বলেন, বাকিদের খোঁজার পাশাপাশি চুরি যাওয়া সোনা এবং নগদ টাকা উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

টানা বৃষ্টিতে বাড়ল জলস্তর

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দশমীর সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে চলছে ভারী বৃষ্টি। আবহাওয়ার এই প্রভাব পড়েছে দামোদর নদেও। লাগাতার বৃষ্টিতে দামোদরের জলস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দুর্গাপুরের দামোদর ব্যারেজ থেকে ৫৯ হাজার ৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়। ব্যারেজের পাশাপাশি দুটি ক্যানেলেও ছাড়া হয়েছে জল। সেচ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বৃষ্টি আরও জোরদার হলে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে নদী-লাগোয়া নিম্নাঞ্চলে জল ঢোকার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামোদর ব্যারেজের জল ছাড়ায় সতর্ক প্রশাসন

মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে মৃত মহিলা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : বাড়িতে মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যু হল গৃহবধূ ছিদ্দতন খাতুনের (৪০)। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার অন্তর্গত কামুরদিয়া ঘাটপাড়ায়। গুরুতর আহত মহিলাকে ডোমকল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, ঘোড়ামারা পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ডোমকল থানার অফিসাররা সেখানে গিয়ে এক মহিলাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার বাড়ির পেছন দিকের একটি উঠোনে গোপনে বোমা মজুত করে রাখা ছিল। ডোমকল থানার পুলিশ ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মহিলার স্বামী গফুর মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিস্ফোরণের পর গফুর এবং ছিদ্দতনের বছর পাঁচেকের ছেলের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের অনুমান, বিস্ফোরণের সময় ছিদ্দতনের কাছেই ছিল ওই নাবালক। সেও গুরুতর আহত বলে জানিয়ে গ্রামবাসীদের দাবি, পুলিশ আসার আগেই তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে,

'নিখোঁজ' এক নাবালক

গফুরের দ্বিতীয় পক্ষে স্ত্রী ছিদ্দতন। গফুরের প্রথম পক্ষের ছেলে গিয়াস মণ্ডল বছরখানেক আগে কেরলে পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কন্ট্রাক্টর ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেরল থেকে কাজ করে পাওয়া টাকা জমিয়ে গিয়াস নদিয়ার তেহট্ট থানার জমি ব্যবসায়ী জার্জিস শেখের থেকে প্রচুর জমি কেনে। কিন্তু কাগজপত্র ঠিক না থাকায় সেই জমি বিক্রিতে সমস্যায় পড়ে। সম্প্রতি জার্জিসের সঙ্গে গিয়াসের গন্ডগোল হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মারামারির ঘটনায় তেহট্ট থানায় গিয়াসের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হয়েছে। সূত্রের খবর, সম্প্রতি জার্জিসকে খুনের পরিকল্পনা করে গিয়াস ও তার সঙ্গী বাপ্তুল। সেই উদ্দেশ্যেই নিজের বাড়ির পেছনে একটি ঘরে বিপুল বোমা মজুত করে গিয়াস।

গিয়াসের এক প্রতিবেশী বলেন, গফুর অত্যন্ত নিরীহ। চাষবাস করে। তাদের পলু পোকা থেকে সুতো তৈরির ব্যবসাও রয়েছে। কাউকে কিছু না জানিয়েই সুতো তৈরির ঘরেই গিয়াস এবং বাপ্তুল একটি প্লাস্টিকের পাত্রে বোমা মজুত করে রেখেছিল। শুক্রবার দুপুরে ছিদ্দতন ছোট ছেলেকে নিয়ে ওই ঘরে যান এবং ঘরে থাকা কিছু জিনিস সরানোর পর ওই প্লাস্টিকের পাত্রটি টেনে বার করতে গেলে জ্যারিকেনের মধ্যে থাকা সব কটি বোমা একসঙ্গে ফেটে এই ঘটনা। বিস্ফোরণের পর ডোমকল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে।

বিসর্জনের সিদ্ধি খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১০

গড়বেতা : গড়বেতা ১ ব্লকের লোধা গ্রামে স্বামী দেবানন্দ আশ্রমে শুক্রবার দুর্গাপুজোর বিসর্জন উপলক্ষে সিদ্ধি খেয়ে অসুস্থ প্রায় ২৫ জনেরও বেশি। এদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে। সিদ্ধি খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর বমি-সহ একাধিক উপসর্গ দেখা গেলে তড়িঘড়ি বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হয়। ১০ জন চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেশ কয়েকজনের শারীরিক সমস্যা বেশি হওয়ায় অন্যত্র স্থানান্তর করা হতে পারে বলে জানান হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পার্থসারথি সিট।

বিজয়া দশমীতে শিশুদের মিষ্টিমুখ করালেন অনুব্রত মণ্ডল।

শুক্রবার বৃষ্টি-ভেজা সকালে বিসর্জনের পথে গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের কুলিয়ানা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা।

হরিণঘাটায় প্রবল ঝড়ে ভাঙল বহু কাঁচাবাড়ি

নদিয়া: হরিণঘাটা ব্লকের বিরহী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর এলাকার একাধিক গ্রাম প্রবল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল শুক্রবারের ঝড়ে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ঝড়ে এলাকার অন্তত ৩০-৩৫টি কাঁচা ও টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। বহু বাড়ির টিনের ছাউনি উড়েও গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে এলাকায় একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠায়।

খড়্গপুরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সেটেলমেন্ট এলাকার রাবণ-পোড়া ময়দানে ১০১তম বর্ষের দশেরা উৎসবে রিমোট কন্ট্রোলে ৫৫ ফুটের রাবণ দহন করেন জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার

■ ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে দুলালচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে ৭০তম দুর্গাপুজো উপলক্ষে মা দুর্গার মুখের আদলে ফানুস ওড়ানো হয়। দশমীর দিন মা কালীর মুখের আদলে আর একটি ফানুস উড়িয়ে বিজয়া দশমী এবং দীপাবলির আগমনবার্তা জানানো হল বৃহস্পতিবার।

■ বারাসতের তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কর্মীরা বাদু এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিঁদুর খেলে, মিষ্টি বিতরণ করে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুললেন। সঙ্গে ছিলেন কাউন্সিলর ডাঃ বিবর্তন সাহা।

■ বারাসতের ২৮ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস কর্মীরা কাউন্সিলর চৈতালী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিঁদুর খেললেন।

■ বাঁকুড়ার জয়পুরে বৈতল গ্রামে বিজয়ার শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য মেনে 'কাদা খেলা' হল ঝগড়ভঞ্জনী দুর্গামন্দিরের সামন অস্থায়ী পুকুর কেটে ৭টি পুকুরের জল ভরে।

পুজোর শেষ লগ্নে পুরুলিয়ায় নয়া ট্রেন্ড
আবির খেলে দশমী-রাতে বিজয়া উৎসব

প্রতিবেদন : দুর্গা মায়ের বিদায়বেলায় মহিলাদের সিঁদুরখেলা বাঙালির বহু প্রাচীন রীতি। দেবী দুর্গাকে কন্যা রূপে দেখে পুজো শেষে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফেরার সময় তাঁকে সিঁদুর পরিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের কামনা করা হয়। মূলত এই ভাবনায় বিবাহিত মহিলারা বিজয়া দশমীর দিন সিঁদুর খেলেন। তবে এখন অবিবাহিত মেয়েরাও সিঁদুর খেলায় অংশ নেন। শুধু তাই নয়, এই সামাজিক আচারে ইদানীং অংশ নিচ্ছেন পুরুষরাও। তবে জেলা থেকে শহরে এইরকম দৃশ্য চোখে পড়লেও দেবী দুর্গার বিসর্জনের সময় লাল-সবুজ আবির খেলা এবার পুজোয় পুরুলিয়ায় নয়া ট্রেন্ড হিসাবে নজর কাড়ল। সূর্য সেন পল্লি যোলো আনা কমিটি শুরু করার পর এখন এই ট্রেন্ড ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য পুজো কমিটির মধ্যেও। সিঁদুরের সঙ্গে লাল-সবুজ আবিরে বৃহস্পতিবার দশমীর রাতে দুর্গা বিদায়ের উৎসব এভাবেই রঙিন হয়ে উঠল পুরুলিয়ায়। দেবীবরণের পর বাঙালি গৃহবধূরা লাল সিঁদুরে পরস্পরের সিঁথি রাঙান। সিঁদুরের কৌটো মায়ের পা ছোঁয়ান। পৌরাণিক মতে সিঁদুর আসলে ব্রহ্মার প্রতীক। তিনি মনুষ্য জীবনে মঙ্গল, সৃষ্টিশীলতা ও আনন্দ নিয়ে আসেন বলে মনে করা হয়। তাই সিঁদুর খেলার বার্তা হল, জীবন হোক রঙিন, মঙ্গলময় এবং মা দুর্গার মতো শক্তিশালী। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের লীলা উদযাপন ছাড়াও বসন্তে প্রকৃতির নতুন রূপের সঙ্গে আনন্দে মাততেও আবির খেলা হয়। জয়ের স্মরণেও অনেক সময় আবির খেলাই রেওয়াজ। কিন্তু বৃহস্পতিবার দশমীর ঘট বিসর্জনে পুরুলিয়া শহরের সূর্য সেন পল্লি যোলো আনা কমিটির সদস্যরা একে অপরকে লাল-সবুজ আবিরে রাঙিয়ে মায়ের বিদায়ের দুঃখ ভুলে আনন্দে রঙিন করে তোলেন পুজোর শেষ লগ্নকে। অন্যেরাও তাঁদের অনুসরণ করেন।

■ পুরুলিয়া শহরে দশমীর ঘট বিসর্জনের শোভাযাত্রায় সিঁদুর খেলে নৃত্য মহিলাদের।

আজ জেলায় জেলায় পুজো কার্নিভাল, তৈরি প্রশাসন

বর্ধমানে কার্নিভাল-প্রস্তুতি তুঙ্গে, থাকবেন বিশিষ্টজনেরা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পুজোর আমেজ কাটতে না কাটতেই পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে কার্নিভাল নিয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি তুঙ্গে। দশমীর রাত থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি, শুক্রবারও সারাদিন দফায় দফায় বৃষ্টি রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে প্রশাসন কর্তাদের। আজ, শনিবার পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েই বিভিন্ন জায়গায় দুর্গা কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। জামালপুর, মেমারি, গুসকরা, শক্তিগড় প্রভৃতি এলাকার সঙ্গে জেলার মূল দুর্গা কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট এলাকায়। পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল জানান, দুর্গা কার্নিভাল নিয়ে প্রস্তুতি প্রায় শেষ। জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি এই কার্নিভালে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্টজনেরাও। বিকেল ৫টায় বড়নীলপুর মোড় থেকে কার্নিভ্যাল শুরু হয়ে শেষ হবে কেশবগঞ্জ চটির কমলসায়রে। বর্ধমানে কার্জন গেটের সামনে তৈরি হয়েছে মূল মঞ্চ। এবার শহরের ২৮টি বড় পুজো কমিটি কার্নিভ্যালে অংশ নেবে। এদিন বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) প্রসেনজিৎ দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অমিয়কুমার দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। বর্ধমান সদর উত্তরের মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস জানান, কার্নিভ্যালের জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুর ৩টে থেকে কার্নিভ্যাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত নবাবহাট থেকে উল্লাস পর্যন্ত সব রকম যান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইতিমধ্যেই জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। চার চাকা থেকে দু'চাকা সমস্ত গাড়িই এই বিজ্ঞপ্তির অধীনে। এদিনই বর্ধমান জেলা পুলিশ থেকে জানানো হয়, পাল্লা মোড়, ডিভিসি মোড়, বেচারহাট মোড়, দামোদর কোল্ড স্টোরেজ, জিলিপিবাগান মোড়, তেলিপুকুর মোড়, তেজগঞ্জ মোড়, আঁজির বাগান, রথতলা মোড়, লাকুর্ডি মোড়, গোদা মোড়, নবাবহাট মোড়, ভোতার পাড় এবং এমবিসি টেকনিক্যাল কলেজ মোড়ের পর থেকে কোনও চার চাকা, টোটো ও দু'চাকা গাড়িকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, গতবারের মতো এবারও ২৮টি পুজো কমিটি পুজো কার্নিভ্যালে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি উদ্যোক্তা ৫ মিনিট সময় পাবে পারফরম্যান্স তুলে ধরার। তার ভিত্তিতে এবারেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। এবার মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক অঙ্কুশ হাজরা এবং নায়িকা কৌশানী মুখোপাধ্যায়।

তমলুকে অংশ নেবে ১৩ পুজো

সংবাদদাতা, তমলুক : বাঙালির শারদোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে জেলার সেরা প্রতিমাগুলিকে নিয়ে আজ, শনিবার তমলুকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পুজো কার্নিভাল। যেখানে অংশ নেবে পূর্ব মেদিনীপুরের ১৩টি পুজো। শুক্রবার সকাল থেকেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় প্রশাসনের তরফে। তমলুকের মহকুমা শাসকের করণের বিপরীতে হবে এই পুজো কার্নিভাল। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে জানা গিয়েছে, এই ১ পুজো কমিটির মধ্যে তমলুক মহকুমার ১০টি পুজো কমিটি ছাড়াও থাকছে হলদিয়া মহকুমার ৩টি পুজো কমিটি। শুক্রবার রাতেই রাস্তায় রং-তুলির টানে আলপনায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা চত্বর। থাকবেন জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কর্তার পাশাপাশি বিধায়কেরাও। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মহুয়া মল্লিক বলেন, তমলুক এবং হলদিয়া মহকুমার ১৩টি পুজো কমিটিকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে। এদিকে কার্নিভাল ঘিরে রাজ্য সড়কে আজ দুপুর থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ চলবে বলে জানায় পুলিশ। মেচেদা থেকে আসা সমস্ত বাস এবং যাবতীয় গাড়িকে মানিকতলা মোড় থেকে জাতীয় সড়ক ধরে নন্দকুমারে প্রবেশ করানো হবে। নিমতৌড়ি থেকে হসপিটাল মোড় যাওয়ার রাস্তাতেও থাকছে নিষেধাজ্ঞা। তবে ইমারজেন্সি পরিষেবার জন্য রাস্তার একদিক ফাঁকা রাখা হবে। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স, দমকল-সহ কার্নিভালের গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে। পুলিশের তরফে থাকছে বিশেষ নজরদারি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) শ্যামল মণ্ডল বলেন, যান নিয়ন্ত্রণ হবে দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

দুর্গাপুরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির মধ্যেও উৎসবের জোয়ারে ভাটা পড়েনি। দুর্গাপুরে পুজো কার্নিভালের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন। ঢেকে রাখা হয়েছে এলইডি ওয়াল-সহ বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি। দশমীর সকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। একাদশীর সকালেও মুষলধারে বৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের আনন্দে খানিকটা বাধা তৈরি করলেও আজ, দ্বাদশীতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। দুর্গাপুরেও তৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে। মণ্ডপ সাজানো, আলোকসজ্জা, প্রতিমা স্থাপন সব কিছুই চলছে বৃষ্টির মধ্যেই। কার্নিভাল পরিচালনা করতে প্রশাসনকে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়, সেটাই এখন দেখার। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, রাস্তায় জল জমা রোধ এবং দর্শকদের নিরাপত্তা সব কিছুই এক সঙ্গে সামলাতে হচ্ছে। তবে বৃষ্টির মধ্যেই পুজো কার্নিভাল ঘিরে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
4 October, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

প্রতারণা রুখতে প্রশাসনের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, মালদহ : একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ পুলিশি পরিকাঠামোর উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবনে স্থানান্তর। এবার থেকে গোটা একটি ফ্লোরজুড়ে থাকবে আইসির চেম্বার, আইও রুম, এনসিআরপি ল্যাব, জিডি ইত্যাদি ব্যবস্থা। পূর্বে আবাসিক কোয়ার্টারে থাকা সাইবার থানাটি ছিল একেবারেই অপ্রতুল। নতুন এই পরিকাঠামো মালদহে সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় আরও শক্তি যোগাবে। এদিন আইজিপি এনসিআরপি পোর্টালের কার্যকারিতা, রিফান্ড প্রক্রিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া টেকডাউন মেকানিজম ও নজরদারি প্রকল্পও খতিয়ে দেখেন। ইংরেজবাজার থানায় আধুনিক কনফারেন্স রুমের সূচনা হল এদিন। এই নতুন পরিকাঠামো তদন্ত ও প্রশাসনিক সমন্বয়কে আরও গতি দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। মালদহ পুলিশ লাইনে নতুনভাবে নির্মিত সাবসিডিয়ারি পুলিশ ক্যান্টিনও উদ্বোধন করা হয়। বিস্তৃত এই জায়গা গুদাম হিসেবেও ব্যবহার হবে। অনলাইন অর্ডার চালুর পর চাহিদা বাড়ায় পুরোনো ক্যান্টিনটি একেবারেই অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ রেঞ্জের আইজি দীননারায়ণ গোস্বামী, জেলা পুলিশ সুপার ড. প্রদীপকুমার যাদব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সম্ভব জৈন-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক।

■ মালদহে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশকুমার যাদব।

দুর্গার বিসর্জন, ভান্ডানীর বোধন

■ রীতি মেনে শুক্রবার একাদশীর দিনে ভান্ডানী পুজোর সূচনা।

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

মা দুর্গার বিদায়ের বিষাদের মধ্যেই আনন্দ নিয়ে আসেন দেবী ভান্ডানী। উত্তরবঙ্গের গ্রাম বাংলায় ফের নতুন করে বোধনের সুর ধ্বনিত হয়। শুক্রবার একদশীর সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে শুরু হয়েছে মা ভান্ডানী রূপে দেবীদুর্গার আরাধনা। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রামের নারারথলি, দুই নম্বর ব্লকের পূর্ব ভোলারডাবাড়ি, এক নম্বর ব্লকের বাইরাগুড়ি-সহ বেশ কিছু এলাকায় মা দুর্গা পুজিতা হন দেবী ভান্ডানী রূপে। মা দুর্গার দশহাত থাকলেও মা ভান্ডানীএখানে চতুর্ভুজা। মা দুর্গার বাহন হিসেবে সিংহ দেখা গেলেও মা ভান্ডানীর বাহন হিসেবে এখানে বাঘকে দেখা যায়। মায়ের সঙ্গে এখানে পূজিতা হন স্বরস্বতী ও লক্ষী। গনেশ ও কার্তিক থাকেন না এই পুজোয়। দেবী দুর্গার অপর রূপ দেবী ভান্ডানিকে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের বনবস্তিবাসীরা পুজো করে "বনদুর্গা রূপে"। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলেও তাই দেবী দুর্গার বিসর্জনের পর এক উৎসবের শেষে আরেক উৎসব শুরু হয়ে যায়। ভান্ডানী পুজোকে ঘিরে রাজবংশী সমাজে একটি লোককথা রয়েছে। মা দুর্গা বিসর্জনের পর জঙ্গলের পথ ধরে কৈলাশে যখন ফিরছিলেন, তখন রাজবংশী রাখালের সঙ্গে দেখা হয়। তখন সেই রাজ্যের রাজা সুরথ দেবীকে পুজো করেন ভান্ডানী রূপে। তারপর থেকে ওই রাজ্যে রাজার শূন্য ভান্ডার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কুমারগ্রাম ব্লকের নারারথলি গ্রামের দুই নম্বর বি এফ পি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই পুজো ও তার উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয় প্রতি বছর। এই পুজো ও মেলার বয়স উদ্যোক্তাদের মতে, দুশো বছর পেরিয়ে গেছে। এই পুজোর সময় গ্রামের যে সব মানুষ বাইরে থাকেন তারা বাড়িতে ফেরেন। এখানে মা ভান্ডানী খুব জাগ্রত বলে জানান পুজোর পুরোহিত। বহু মানুষ এখানে মানত করে ফল পেয়েছেন বলেও জানান পুরোহিত।

বিজেপির গুন্ডামি

■ ভেটাগুড়িতে দুই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ভেটাগুড়ি দুই নম্বর অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আতিয়ার আলী জানান, রাতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তপন বর্মন ও নরেশ বর্মনকে মারধর করে বিজেপির দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ বিজেপি এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে দলের কর্মীদের মারধর করেছে। এরপর রাতেই দুই তৃণমূল কংগ্রেসে কর্মীকে উদ্ধার করে দেওয়ানহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। এদিন দিনহাটা থানায় ৮ জন বিজেপি কর্মীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্তরা। দিনহাটার পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাইড্রোলিক ট্রলির সাহায্যে নিরঞ্জন আত্রেয়ী নদীতে

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : প্রতিমা বিসর্জনের সুবিধায় বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে বসানো হয় হাইড্রোলিক। পুরসভার এই উদ্যোগে প্রতিবছর হাইড্রোলিক ট্রলিক সাহায্যেই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় প্রতিমা নিরঞ্জন। প্রসঙ্গত, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ট্রলিতে বিসর্জন হলে সহজে এড়ানো যাবে নদী দুর্ঘটনাও। এছাড়া নদী দূষণের মতো ভয়াবহ সমস্যারও সমাধান মিলবে এই ভাবনা থেকে প্রতিমা নিরঞ্জনে হাইড্রোলিক ট্রলি বসায় পুরসভা। ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২৩ সালে এই ট্রলি আত্রাই নদী ঘাটে বসানো হয়। তাৎপর্যপূর্ণ হলো যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর বালুরঘাট ও তার আশপাশ এলাকার অন্তত ৯৫ শতাংশ প্রতিমা বিসর্জন হয় বালুরঘাট শহরের আত্রেয়ী বা সদর ঘাটে। দুর্গা, কালী, গণেশ, বিশ্বকর্মা— নানা পুজোর প্রতিমা বিসর্জনের অন্যতম এই ঘাটে নদী দূষণ বড় সমস্যা। পাশাপাশি প্রতিমা বিসর্জনে অনেক সময় জলে ডোবার মত ঘটনা সামনে আসে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে বালুরঘাট পুরসভার পক্ষ থেকে ওই গুরুত্বপূর্ণ নদী ঘাটে বসানো হয় ট্রলি। প্রতিমা নিরঞ্জনের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে বালুরঘাট পুরসভা নিরঞ্জনের পর পরই নদীঘাট পরিচ্ছন্ন করতে পুরসভার টিম কাজ শুরু করে প্রতিমার কাঠামো সরিয়ে পরিচ্ছন্ন করা হয় নদীর আশেপাশে এবং নদীর জল। নিরঞ্জনের পর পুরসভার এই তৎপরতার প্রশংসা করেছেন বালুরঘাটের বাসিন্দারা।

ডিঙি উল্টে তলিয়ে গেল দুই জেলে

প্রতিবেদন : মাছ ধরতে গিয়ে বিপত্তি। দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে উলটে গেল ডিঙি। নিমেষে তলিয়ে গেলেন দুই জেলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নৌকা ডুবির ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের কাটিহার জেলার কুরসেলার গঙ্গা ও কোশীনদীর সঙ্গমস্থলে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি দুজনের। জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে একটি ডিঙিতে ৫ জন জেলে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কুরসেলার গঙ্গা ও কোশীনদীর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু হঠাৎ নদীর প্রবল স্রোতে বেসামাল হয়ে উলটে যায় ডিঙিটি। ঘটনাটি নজরে আসতেই জেলেদের উদ্ধার করতে নদীতে ঝাঁপ দেয় অন্য জেলেরা। তাঁরা তিনজন জেলেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও দুই জন নদীতে তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এসডিআরএফ।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের রহস্যমৃত্যু

■ কাঠের কারখানার বেঞ্চে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকায় কালিয়াচকের যদুপুর স্ট্যান্ড এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। বয়স প্রায় ৩৫ বছর। দীর্ঘক্ষণ নড়াচড়া না করায় স্থানীয়রা কাছে গিয়ে লক্ষ্য করেন, সে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছে না। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মানুষ ভিড় জমায়।

ফিরে পাওয়া

■ মানুষের পাশে, মানুষের সাথে- এই মানবিক স্লোগানকে সামনে রেখেই বুধবার মালদহে আয়োজন করা হল এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। ইংরেজবাজার থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল 'ফিরে পাওয়া' নামের বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া মোট ১৮৪টি মোবাইল উদ্ধার করে তুলে দেওয়া হয় প্রকৃত দাবীদারদের হাতে। ছিলেন এসডিপিও ফাইজাল রেজা, সিআই গৌতম চৌধুরী, ওসি শ্যাম সুন্দর সাহা-সহ থানার অন্যান্য পুলিশকর্তারা।

বিজয়া দশমীতে আগমন বলাইচণ্ডীর

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

দশমীর দিনই দেবীর আগমণ। নতুন ভাবে দুর্গোৎসবে সামিল হেমতাবাদের খাদিমপুরের বাসিন্দারা। 'বালাইচণ্ডী' রূপী দুর্গার আরাধনায় মেতেছে গোটা গ্রাম। এই দুর্গা মা-এর দশ হাত নেই। রয়েছে চারটি হাত। নেই মহিষাসুরও। দুর্গা মা-এর বিদায়ে ভারাক্রান্ত সকলের মন। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলার খাদিমপুর গ্রামে দশমীর পরে শুরু হয় বালাইচণ্ডী পুজো। সপ্তাহ জুড়ে চলে মেলা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বহু যুগ আগের থেকে এলাকার জঙ্গলে পাওয়া গেছিলো চন্ডি মা এর পাথর। হেমতাবাদের কমলাবাড়ি হাট সংলগ্ন রায়গঞ্জ ব্লকের কমলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাদিমপুর গ্রামে এরপর প্রায় চার বিঘা জমিতে প্রাচীন একটি গাছের তলায় ইটের দেওয়াল ও টিনের চাল দেওয়া একটি ছোট্ট মন্দিরে দেবীর পুজো হত। সেই পুজো শুরু হতো দুর্গা পুজার দশমীর রাতেই। এখন সেখানে পাকা মন্দির তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দশমীর রাতে বালাইচণ্ডী দেবীর পূজা শুরু হয়েছে। প্রাচীন রীতি মেনে আজও খাদিমপুরের এই দুর্গাপুজোয় চলে আসছে পাঠা ও পায়রা বলি। পুজার দিন দেবীকে সোনা ও রুপার গয়না দিয়ে সাজানো হয়। খাদিমপুর গ্রামের বাসিন্দারা চাঁদা তুলে পুজো করেন। পুজোর দিনে খাদিমপুর গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে চলে নিরামিষ খাওয়া।

■ হেমতাবাদে প্রতিমার আরাধনা।

ভাসাতে চাইছে বাংলাকে : অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

বঞ্চিত করা, বাংলাকে ডুবিয়ে দেওয়া। কারণ, বাংলা ওদের ভোটবাক্সে সঙ্গ দেয়নি। বিসর্জন অবশ্যই হবে, তবে সেটা বাংলা বা বাংলার মানুষের নয়। বিসর্জন হবে এই জমিদার আর বিজেপির। ২০২১, ২০২৪ সালে ঠিক যেমনটা ঘটেছিল, ২০২৬ সালে বাকি হিসেবও চুকিয়ে দেওয়া হবে।

শুভেচ্ছা বিনিময়ে নেত্রী ও অভিষেক

(প্রথম পাতার পর) দুপুর থেকেই কলকাতা-জেলার নেতা-কর্মীরা ভিড় করতে থাকেন। বিকেলে বেরিয়ে সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন। এরপর এক-এক করে নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে সৌজন্য-বিনিময় করেন। একান্ত আলাপচারিতায় মাতেন। সেখানে মন্ত্রী-বিধায়কেরা শুভেচ্ছা জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ভগ্ন হৃদয় ও চোখের জলে মা দুর্গাকে আমরা বিদায় জানালাম এই আশা নিয়ে আবার এসো মা। এদিন দলীয় সহকর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলাম যারা সারাবছর ধরে দলের জন্য প্রাণপাত করেন। কথা হলো মিডিয়া ও রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও। হলো মত বিনিময়।

যমুনার দূষণ ঠেকাতে রাজধানী দিল্লিতে ১৫১টি অস্থায়ী পুকুরে সাঙ্গ হল দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের পালা। একইভাবে বিসর্জন হল নয়ডা, গাজিয়াবাদ, ইন্দিরাপুরমের বিভিন্ন প্রতিমাও। প্রশাসনের তালিকা মেনেই

রাবণ-দহনের পোস্ট নিয়ে বিতর্ক

গেরুয়া ছাত্রদের সঙ্গে অতিবামেদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র জেএনইউ

নয়াদিল্লি: বিজয় দশমীর রাতে গেরুয়া ছাত্র সংগঠন এবিভিপির সমর্থকদের সঙ্গে অতিবামপন্থী ছাত্রদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। 'রাবণ-দহন'কে কেন্দ্র করে চলল ইট আর জুতো ছোঁড়াছুঁড়ি এবং হাতাহাতিও। সংঘর্ষে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন পড়ুয়া। জানা গিয়েছে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি এবং বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পড়ুয়াদের মধ্যেই এই সংঘাত। তবে গেরুয়া ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মূলত অতিবামপন্থীরাই। দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও এব্যাপারে সরকারিভাবে কিছু না বললেও জানা গিয়েছে, একটি উসকানিমূলক পোস্টারকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত। ছাত্র সংসদের সভাপতির বক্তব্য, প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ এবং শারজিল ইমামকে রাবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ওই পোস্টারে। গেরুয়া ছাত্র সংগঠনের রাবণ-দহন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে পোস্টারটি বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ঘুরছিল বিভিন্ন হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপে। এতেই তীব্র আপত্তি জানায় অতিবামপন্থীরা। এদিন রাতে ক্যাম্পাসের দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা টি-পয়েন্টের কাছে পৌঁছালে তুঙ্গে ওঠে উত্তেজনা। গেরুয়া ছাত্রদের সঙ্গে অতিবামপন্থীদের মারামারি লেগে যায়।

পাকিস্তানকে ফের কড়া হুঁশিয়ারি সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি: সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া অবিলম্বে বন্ধ না করলে পাকিস্তানকে দেওয়া হবে আরও বড় শিক্ষা। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সেইসঙ্গে ভারতীয় সেনার প্রতি তাঁর বার্তা, নিজেদের প্রস্তুত রাখুন। ঈশ্বর চাইলে সেই সুযোগ আসবে খুব তাড়াতাড়ি। তিনি মনে করিয়ে দেন ইসলামাবাদের মিনতিতে সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছিল নয়াদিল্লি। কিন্তু এখনও সন্ত্রাসে মদত দেওয়া বন্ধ করেনি পাকিস্তান। তাই আর সংযম দেখাব না। একধাপ এগিয়ে এমনভাবে কাজ করব যাতে পাকিস্তান ভাবতে বাধ্য হয় যে বিশ্বমানচিত্রে তারা থাকতে চায় কিনা। এদিকে বায়ুসেনাপ্রধান অমরপ্রীত সিং এদিন সরাসরি অভিযোগ করেন, মিথ্যাচার করছে পাকিস্তান। আসলে মে মাসে প্রত্যাঘাতে অন্তত ৫টি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছি আমরা।

বন্দে ভারতের ধাক্কায় মৃত্যু ৪ যুবকের

পূর্ণিয়া: মর্মান্তিক! দশমীতে দুর্গামেলা দেখে বাড়ি ফেরা হল না আর। বন্দেভারতের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৪ জন। আরও কয়েকজন মৃত্যুর মুখোমুখি সরকারি হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের পূর্ণিয়ায়, শুক্রবার ভোরে। দুর্গামেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে ফিরছিলেন কয়েকজন যুবক। ভোরের আলো সবে ফুটেছে তখন। জগবনি-পাটলিপুত্র রুটের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দুরন্ত গতিতে এসে ধাক্কা মারে তাঁদের। ছিটকে পড়েন ওই যুবকরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের। একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বাকিদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও অন্ধকারে রেলপুলিশ। নেপথ্যে কোনও রেলকর্মীর গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নির্বিষ প্রমাণ করতে গিয়ে অসুস্থ সরকারি চিকিৎসক

বিষাক্ত কাফসিরাপ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যু বিজেপির মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থানে

ভূপাল: বিজেপির শাসনে শিশুদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ভেঙে পড়ছে তার নিকৃষ্ট উদাহরণ মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থান। মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় বিষাক্ত কাফ সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ শিশুর। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে একের পর এক এমন মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে গেরুয়া রাজ্যের এই জেলা। সর্দি-কাশি-জ্বরের চিকিৎসার জন্য শিশুদের খাওয়ানো হয়েছিল এই কাফ সিরাপ। অদ্ভুত ব্যাপার, সিরাপ খাওয়ার পরেই বিকল হয়ে যায় ওই শিশুদের কিডনি। পরিণতিতে মৃত্যু। মৃত শিশুদের বয়স একবছর থেকে সাত বছরের মধ্যে। অভিযোগের আঙুল সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকেই। শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, আর এক গেরুয়া রাজ্য রাজস্থানেও বিষাক্ত কাফ সিরাপ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ শিশুর। ভরতপুর এবং সিকর জেলায় ঘটেছে এই শিশুমৃত্যুর ঘটনা। সবথেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা, কাশির ওষুধে বিষ নেই তা প্রমাণ করতে গিয়ে ওই সিরাপ

নিজেই পান করেছিলেন ভরতপুরের কালসারা সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এক চিকিৎসক। নিমেষের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ওই ওষুধ খেয়ে একইভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৩ স্বাস্থ্যকর্মীও। আসলে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাঁর লিখে দেওয়া কাশির সিরাপ খেয়েই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ৩ বছরের এক শিশু। অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করতেই তিনি নিজে খেয়ে পরীক্ষা করছিলেন ওই সিরাপ। খাইয়েছিলেন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৩ স্বাস্থ্যকর্মীকেও। তাতেই বিপত্তি। অথচ নিজেদের অপদার্থতা চাপা দেওয়ার জন্য রাজস্থান সরকারের তদন্ত কমিটি সাফাই গাইছে, সরকারি হাসপাতাল থেকে দেওয়া সিরাপ খেয়ে কোনও শিশুর মৃত্যু হয়নি আদৌ। অসুস্থও হয়নি।

তবে দু'টি রাজ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে ডেক্সট্রোমেঠোরফেন হাইড্রোব্রোমাইড সিরাপ। আগাম সতর্কতা হিসেবে তামিলনাড়ু সরকার বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে কোল্ডরিফ কাফ সিরাপ। রাজস্থানের জনস্বাস্থ্য ডিরেক্টর স্বীকার করেছেন ডেক্সট্রোমেটরফেন শিশুদের জন্য উপযুক্ত নয়। প্রশ্ন উঠেছে, এতদিন পরে কেন ঘুম ভাঙল গেরুয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের?

বিসর্জনে হাতাহাতি, নদীতে ডুবে প্রাণ হারালেন ১৩ যুবক

আগ্রা: উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল বিষাদে। দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে নদীতে পড়ে মৃত্যু হল ১৩টি তরতাজা যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে আগ্রার খেরাগড় থানায় ডুঙ্গারওয়ালায়। কুশিয়ারপুর গ্রাম থেকে দল বেঁধে তরুণ-যুবকরা দশমীর সন্ধ্যায় এসেছিলেন প্রতিমা নিরঞ্জনে। উমতাং নদীতে পড়ে যান ১৩ জন। মুহূর্তের মধ্যেই হারিয়ে যান অতল জলে। একজনকে কোনওরকমে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, একজন অনিচ্ছুক যুবককে জোর করে স্নান করাতে গিয়ে হাতাহাতি লেগে যায় দু'দলের মধ্যে। তার ফলেই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা।

কিন্তু শুক্রবার একাদশীর বিকেল পর্যন্ত মাত্র ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, উদ্ধারের কাজে অযথা দেরি করছে প্রশাসন। বিসর্জনের সময় পুলিশ পাহারা কেন যথাযথ ছিল না, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। লক্ষণীয়, বৃহস্পতিবার রাতে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়ায় প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে জলাশয়ে ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হয় অন্তত ১৪ জনের।

ছত্তিশগড়ে ২২ মহিলা-সহ আত্মসমর্পণ ১০৩ মাওবাদীর

বিলাসপুর: মূলস্রোতে ফিরে সুস্থ জীবন যাপনের অঙ্গীকার। অস্ত্র নামিয়ে রেখে সেই শপথই করলেন ১০৩ জন মাওবাদী। যাঁদের মধ্যে ৪৯ জনের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকারও বেশি। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে ২২ জনই মহিলা। বৃহস্পতিবার বিলাসপুরে এই ১০৩ জনই আত্মসমর্পণ করলেন একইসঙ্গে। যৌথবাহিনীর দাবি, ছত্তিশগড়ে একই দিনে এতজন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ এই প্রথম। পুলিশের দাবি, হত্যার রাজনীতি যে কতটা ভুল তা উপলব্ধি করেছেন আত্মসমর্পণকারীরা। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে মতভেদও তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে আত্মসমর্পণে। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মূলস্রোতে।

রাবণের প্রশংসা করে ঘোর বিপাকে অভিনেত্রী সিমি গারওয়াল

মুম্বাই: দশেরার শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে রামায়ণের খলনায়ক রাবণের ভূয়সী প্রশংসা করে ঘোর বিপাকে পড়লেন অভিনেত্রী সিমি গারওয়াল। আমজনতার তীব্র কটাক্ষ আর সমালোচনার ঝড়ের মুখে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পোস্ট মুছে ফেলতে বাধ্য হলেন অভিনেত্রী। সিমি পোস্টে লিখেছিলেন, প্রিয় রাবণ, প্রতিবছর এই দিনে আমরা অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভশক্তির জয় উদযাপন করি। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বললে, আপনার আচরণ দেখে আপনাকে আর খারাপ বলা যায় না। বরং সামান্য দুষ্টু বলা যেতে পারে। কিন্তু আপনি কী এমন করেছিলেন? হ্যাঁ, মানছি আপনি একজন নারীকে অপহরণ করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও আপনি তাঁকে যে সম্মান

দিয়েছিলেন , সেটা আজকের দিনে কোনও নারীই পান না। আপনি তাঁকে ভাল খাবার খাইয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য মহিলা রক্ষীও রেখেছিলেন। যদিও তাদের দেখতে তেমন ভাল ছিল না। আপনি তো নম্রভাবেই তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর মুখে অ্যাসিড তো ছোঁড়েননি। এখানেই থেমে থাকেননি সিমি। বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে তাঁর লাগামছাড়া মন্তব্য, ভগবান রাম যখন আপনাকে হত্যা করলেন, তখনও আপনি বুদ্ধিমানের মতো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের পার্লামেন্টের অর্ধেকের চেয়েও আপনি বেশি শিক্ষিত। আপনাকে পুড়িয়ে ফেলার সত্যিই কোনও মানে হয় না। শুভ দশেরা।

দেশ বিদেশ

4 October, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমেরিকায় বেসরকারি বিনিয়োগকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হাসপাতালগুলিতে রোগীমৃত্যুর হার অন্য হাসপাতালগুলির তুলনায় বেশি। এমনই তথ্য উঠে এসেছে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একটি সমীক্ষায়

বিহারে ভোটার তালিকায় পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ হারে নাম বাদ নারীদের

নয়াদিল্লি: বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভোটার সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস দেখা গেছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে, মোট ভোটার প্রায় ৩৮ লক্ষ কমেছে। ১ জানুয়ারি, ২০২৫-এ বিহারের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ, যা চূড়ান্ত তালিকায় কমে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ভোটারদের উপর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নতুন তালিকা অনুসারে, পুরুষ ভোটারদের সংখ্যা কমেছে ৩.৮ শতাংশ বা ১৫.৫ লক্ষ। অন্যদিকে, নারী ভোটারদের সংখ্যা কমার পরিমাণ অনেক বেশি। নারী ভোটারের সংখ্যা ৬.১ শতাংশ বা ২২.৭ লক্ষ হ্রাস পেয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়ার ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ বিহারের উভয় প্রধান জোটের (এনডিএ এবং মহাগঠবন্ধন) জন্যই নারী ভোটাররা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা-এর কথা তুলে ধরেছিলেন, যার অধীনে স্ব-নিযুক্তিতে সহায়তা করার জন্য ৭৫ লক্ষ নারীকে প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ফলে নারী ভোটারের সংখ্যা-হ্রাসে বিরোধী শিবিরের পাশাপাশি চাপে বিজেপি শিবিরও।

বিহারের জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, গোপালগঞ্জের নারী ভোটারদের সংখ্যা সর্বাধিক কমেছে, যা প্রায় ১৫.১ শতাংশ বা ১.৫ লক্ষ। জানুয়ারি মাসে ১০.৩ লক্ষ থেকে কমে চূড়ান্ত তালিকায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮.৩ লক্ষ। মধুবনীতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হ্রাস দেখা গেছে। এই জেলায় ১.৩ লক্ষ নারী ভোটার বাদ পড়েছেন। পূর্ব চম্পারণে নারী ভোটার কমেছে ৬.৭ শতাংশ বা ১.১ লক্ষ। এছাড়া সরণ এবং ভাগলপুর উভয় জেলাতেই প্রায় ১ লক্ষ করে নারী ভোটার হ্রাস পেয়েছে। আকর্ষণীয় বিষয় হল, এই পাঁচটি জেলার সবকটিই হয় প্রতিবেশী কোনো রাজ্য বা দেশের সীমান্তবর্তী— গোপালগঞ্জ ও সরণ উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে, মধুবনী ও পূর্ব চম্পারণ নেপালের সঙ্গে, এবং ভাগলপুর ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে। সবমিলিয়ে বিহারের ভোটার তালিকার লিঙ্গভিত্তিক চিত্র বিধানসভার ভোটের ময়দানে নতুন দিক উন্মোচিত করল।

■ বাংলাদেশের কক্সবাজার সৈকতে দুর্গা-নিরঞ্জন।

মণিপুরে পুলিশ কনভয়ে হামলা

ইম্ফল: ফের উত্তেজনা মণিপুরে। গত বুধবার রাতে চন্দেল জেলার লংজা গ্রামে স্থানীয় জনতা মণিপুর পুলিশের একটি কনভয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে।বৃহস্পতিবার সরকারি কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন, এই হামলার ফলে পুলিশের কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারমধ্যে চন্দেল জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের একটি গাড়িও ছিল।পুলিশের দাবি, কুকি মহিলারা কনভয়টির সামনে দাঁড়িয়ে যানবাহনগুলিকে এগোতে বাধা দেন। অন্যদিকে কুকি সংগঠনগুলির অভিযোগ, রাজ্যের পুলিশ মেইতেই সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। কুকিদের হেনস্থা করতেই বেআইনি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

ডিভিসি-র তৈরি করা বিপর্যয় : মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

বিপদের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সেটাই দেখতে চায়। এটা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি ডিভিসি দ্বারা সৃষ্ট একটি দুর্যোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, বাংলার বুকে এই বিপর্যয় তৈরির চেষ্টা কিছুতেই মেনে নেব না। বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিটি ষড়যন্ত্র পূর্ণশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। অশুভকে সরিয়ে শুভ ইচ্ছার জয়লাভ হবেই।

ওড়িশার উপর তৈরি গভীর নিম্নচাপের ফলে আগামী এক সপ্তাহ রাজ্য জুড়ে প্রবল বৃষ্টি হবে। এর সঙ্গে ডিভিসি-র জলছাড়া মিলে বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসন নদী-তীরবর্তী এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে নিম্নাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হচ্ছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরকেও জলবাহিত রোগের সম্ভাবনা মোকাবিলায় সতর্ক করা হয়েছে।

অতীতেও রাজ্যকে না জানিয়ে ডিভিসি হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে রাজ্য বাঁধ তৈরি করে জল আটকে দেবে। ডিভিসির এই ধরনের আচরণ শুধু উৎসবের সময় নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলার মানুষের নিরাপত্তা ও কৃষি অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস ডিভিসি-র এই ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে প্রতিবাদে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারদের হাজিরায় এবার কড়া নিয়ম

জারি করল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন

নয়াদিল্লি: সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের হাজিরা নিয়ে এবার আরও কড়া নিয়ম জারি করল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন। পুরনো হাজিরা পদ্ধতি একেবারেই বদলে ফেস বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে। ১ অক্টোবর থেকেই নয়া নিয়ম কার্যকর। সারা দেশের সব হাসপাতালে এই মর্মে জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।

দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের হাজিরা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠছে। নির্ধারিত সময় ও নিয়ম মেনে হাসপাতালে উপস্থিত না থাকা, হাসপাতালে ডিউটির সময়ে অন্যত্র চেম্বারে রোগী দেখা— এরকম বিভিন্ন অভিযোগ উঠছে। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি ওই একই সময়ে কোনও কোনও চিকিৎসক বেসরকারি হাসপাতালেও সপ্তাহের কয়েকদিন রোগী দেখেন বলে অভিযোগ। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের নির্দেশে বলা হয়েছে, ১) মোবাইলে নির্দিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে হাজিরা দিতে হবে। ২) হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যে অ্যাপ অন করতে হবে। ৩) হাসপাতালে না এসে অ্যাপ অন করে হাজিরা দেওয়া যাবে না। ৪) হাসপাতালের ১০০ মিটারের মধ্যেই অ্যাপ কাজ করবে। ৫) অ্যাপে চিকিৎসকের আধার কার্ডের তথ্য থাকবে। ৬) সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের মুখের সঙ্গে আধার কার্ডে থাকা মুখ মিললে তবেই হাজিরা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে।

৭) জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের সিস্টেমে দেওয়া হাসপাতালের লোকেশনের সঙ্গে মিলতে হবে। ১ অক্টোবর থেকেই চিকিৎসকদের ফেস বায়োমেট্রিক হাজিরায় চালু হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের হাজিরায় কড়া অবস্থানের কথা আগেই জানিয়েছিল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন। ৭৫ শতাংশের কম হাজিরা থাকলে বেতন বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়। এবার কড়া নিয়মই চালু করল জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন।

মুক্তি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ স্ত্রী গীতাঞ্জলি

জেলবন্দি সোনম

নয়াদিল্লি: রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন চলাকালীন লাদাখে বিক্ষোভের জেরে প্রাণহানির ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত করা হয়েছে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে। জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পাঠানো হয়েছে যোধপুরের জেলে। এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত গবেষক-সমাজকর্মীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে পুলিশ কোনও আপডেট দেয়নি বলে অভিযোগ স্ত্রী গীতাঞ্জলির। এমনকী স্পষ্ট করা হয়নি গ্রেফতারির কারণও। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে

এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আন্তজাতিক পরিবেশ কর্মীর স্ত্রী গীতাঞ্জলী আংমো। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এবং লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে চিঠি লিখে স্বামীর গ্রেফতারিকে 'বেআইনি' দাবি করে অবিলম্বে তাঁর মুক্তির আর্জি জানিয়েছেন ওয়াংচুকের সহধর্মিণী।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওয়াংচুককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর স্ত্রীর দাবি, এক সপ্তাহ কেটে গেলেও বাস্তবের 'ব্যাঞ্চো' কেমন আছেন সেই সম্পর্কে তাঁর পরিবারকে কোনও তথ্য দেয়নি পুলিশ। জনগণের স্বার্থকে সমর্থন করার জন্যই কি শাস্তি পেতে হচ্ছে সোনমকে, প্রশ্ন তুলেছেন গীতাঞ্জলি। দেশের শীর্ষ আদালতে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করার বিষয়টিও সমাজ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিকে এই ইস্যুতে সোনমের পরিবারের পাশে আছেন জানিয়ে পোস্ট করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

ব্লকে-ব্লকে হবে বিজয়া সম্মিলনী

(প্রথম পাতার পর)

সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এই কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন, সেই অনুযায়ী জেলা ও ব্লকস্তরে তারিখ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫ তারিখ সেইমতো দলের কিছু সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, ছাত্রনেতা রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রান্তে যাবেন। কথা বলবেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। বুথ সভাপতিদের অনেকখানি দায়িত্ব থাকছে। বৃহত্তর কলকাতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে হবে বিজয়া সম্মিলনী। ১৮ অক্টোবরের মধ্যে এই কর্মসূচি শেষ হবে। প্রসঙ্গত, পুজোর আগে পর্যন্ত তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন অভিষেক। সেখানেও জনসংযোগ গুরুত্ব পেয়েছিল। যেসব জায়গায় তৃণমূলের সংগঠন তুলনামূলক দুর্বল সেখানে আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছতে বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

সান বাংলায় আসছে নতুন ধারাবাহিক ‘সোহাগে আদরে’। কিছুদিনের বিরতি কাটিয়ে ছোটপর্দায় ফিরছেন অরুণিমা হালদার। তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে। মুক্তি পেয়েছে প্রথম প্রোমো

ব্যাডস অফ বলিউড

বলিউডে ডেবিউ করলেন শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খান। পরিচালক হিসেবে। তাঁর সাত পর্বের সিরিজ 'ব্যাডস অফ বলিউড' মুক্তি পেয়েছে নেটফ্লিক্সে। হয়েছে প্রশংসিত। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

নায়কের ছেলে নায়ক, গায়কের ছেলে গায়ক। এটাই যেন দস্তুর। অন্তত অতীত ইতিহাস তা-ই বলছে। কেউ কেউ বাবার দেখানো পথে সাফল্য পেয়েছেন। কেউ কেউ পড়েছেন মুখ থুবড়ে। ব্যর্থ হয়েছেন প্রত্যাশা পূরণে।

কয়েক বছর ধরেই চর্চায় রয়েছেন বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। যেন বাবার কার্বন কপি। দারুণ হ্যান্ডসাম। লম্বা। মনে করা হচ্ছিল, নায়ক হিসেবে তাঁর ডেবিউ যেন সময়ের অপেক্ষা। এমন খবরও বাতাসে ভেসেছে— আরিয়ানের জন্য চিত্রনাট্য মোটামুটি রেডি করে ফেলেছেন করণ জোহর। শুটিং শুরু হল বলে!

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সত্যি সত্যিই বলিউডে পা রাখলেন আরিয়ান খান। মুক্তি পেল তাঁর ওয়েব সিরিজ। নায়ক নন, তিনি পালন করেছেন লেখক এবং পরিচালকের ভূমিকা। কিছু সমালোচক সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। তুলনা টানেন বাবা এবং ছেলের মধ্যে। শাহরুখ-পুত্রের এমন সিদ্ধান্তে রীতিমতো হতাশ তাঁরা। বাবার মতোই বুদ্ধিমান আরিয়ান তাঁদের তুলনা টানার কোনও সুযোগই দিলেন না। অন্য পথে হেঁটে বিনোদন জগতে মেলে ধরলেন নিজেকে। তাঁর পরিচালিত নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’ মুক্তি পেয়েছে ১৮ সেপ্টেম্বর। পৌঁছে গেছে পৃথিবীর ১৯০টি দেশে। সাধারণ দর্শকদের মন জিতে নিয়েছে। প্রশংসা কুড়িয়েছে সমালোচকদেরও।

ওয়েব সিরিজের প্রচারে বাবা-মায়ের সঙ্গে আরিয়ান

বাবা বলিউডের বেতাজ বাদশা। তা সত্ত্বেও ডিফেন্স করেননি আরিয়ান। সোজা ব্যাটে খেলেছেন। মাঝেমধ্যে হাঁকিয়েছেন ছক্কা। বলিউডের আলো এবং অন্ধকার— দুটি দিকই তিনি খুল্লামখুল্লাভাবে তুলে ধরেছেন। স্বজনপোষণ নিয়ে অনেক কথাই ওঠে। মেলে ধরা হয়েছে সেই দিকটাও। সিরিজটা দেখতে দেখতে মাঝেমধ্যেই মনে হয়েছে, নবীন পরিচালক কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই দেখছেন? হয়তো। তাঁর ছায়া যে রয়েছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কয়েক বছর আগে, ২০২১ সালে, মাদক মামলায় গ্রেফতার হয়ে টানা কুড়িদিন হাজতে থাকতে হয়েছিল আরিয়ানকে। পরবর্তী সময়ে সেইসব অভিযোগ থেকে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন। উল্টে তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন যে অফিসার, তিনিই এখন দুর্নীতির দায়ে কাঠগড়ায়। সেই অফিসারের একটি ভাঁড়প্রতিম চরিত্র সিরিজে রাখা হয়েছে। তাতে নাকি অফিসারটি বেজায় চটেছেন। শাহরুখ-আরিয়ানের নামে বিশাল অঙ্কের মানহানির মামলা ঠুকেছেন। সেই মামলা অবশ্য খারিজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে পরিস্থিতি। ২০২১ সালে খলনায়ক বানানো হয়েছিল আরিয়ানকে। ২০২৫-এ সিরিজে খলনায়ক হিসেবে উঠে এসেছেন সেই অফিসার।

ভরপুর বিনোদন রয়েছে রেড চিলিজ প্রযোজিত এই সিরিজে। তুলে ধরা হয়েছে বেশকিছু সিরিয়াস বিষয়। আছে মজা মশকরাও। আরিয়ান ছেড়ে কথা বলেননি কাউকেই। বাবাকে এবং বাবার বন্ধুদের নিয়ে রীতিমতো রসিকতা করেছেন।

তিন খানকে এক ছবিতে বাঁধতে পারেননি কোনও পরিচালক। পেয়েছেন আরিয়ান। ‘ব্যাডস অফ বলিউড’-এ নিজের নিজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, সলমন খান এবং আমির খান। যদিও তাঁরা স্ক্রিন শেয়ার করেননি। ক্যামিও চরিত্রে দেখা গেছে আরও কয়েকজন বিনোদন জগতের-ব্যক্তিত্বকে। আছেন করণ জোহর, রণবীর সিং, রাজকুমার রাও, ইব্রাহিম আলি খান, দিশা পাটানি, সারা আলি খান, শানায়া কাপুর, বিশাল দাদলানি, এসএস রাজামৌলি, বাদশা, ইমরান হাশমি, অর্জুন কাপুর, মাহীপ কাপুর, ভাবনা পান্ডে, নীলম কোঠারি, সীমা সাজদেহ, শালিনী পাসি, রণবীর কাপুর প্রমুখ।

সাত পর্বের সিরিজ। গল্প দানা বেঁধেছে নবীন অভিনেতা আসমান সিংকে ঘিরে। তিনি অভিনয় করছেন করণ জোহরের ছবিতে। করিশমা তালভারের বিপরীতে। এটা মেনে নিতে পারেন না করিশমার বাবা নামী অভিনেতা অজয় তালভার। একজন নতুন নায়কের সঙ্গে অভিনয় করুক মেয়ে, এটা তাঁর অপছন্দ। ফলে তিনি আসমানের চলার পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

ববি দেওল অনবদ্য অভিনয় করেছেন অজয় তালভার চরিত্রে। সিনেমার তুলনায় ওয়েব সিরিজেই যেন তিনি নিজেকে বেশি প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। সিরিজের নায়ক আসমান সিংয়ের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লক্ষ্য লালওয়ানি। তাঁর কাজ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। আসমানের বন্ধু পারভেজের চরিত্রে রাঘব জুয়াল, করিশমা তালভার চরিত্রে সাহের বামবা, আসমানের ম্যানেজার সানিয়া আহমেদ চরিত্রে অনন্যা সিং যথাযথ। মুগ্ধ করেছেন জরাজ সাক্সেনার চরিত্রে রজত বেদি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, আমার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে শাহরুখের সঙ্গে কাজ করে। এবার আরিয়ানের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেলাম। আরিয়ান খুব ভাল অভিনেতা। দৃশ্য বোঝানোর সময় আমাদের অভিনয় করে দেখাত।

ভাল অভিনেতা আরিয়ান। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর রক্তে অভিনয়। তা সত্ত্বেও তিনি অভিনয়ের বদলে পরিচালনাকেই বেছে নিলেন। প্রমাণ করলেন নিজেকে। কেন এমনটা করলেন? এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? আছে, আছে। কিছু তো আছেই। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। বাবার মতোই। আপাতত ধীরে চলো নীতি নিয়ে এগোচ্ছেন। একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে, ২০২১-এর অভিশপ্ত অধ্যায়ের পর ইনস্টাগ্রামে প্রোফাইল পিকচার মুছে ফেলেছিলেন আরিয়ান। এই সিরিজের হাত ধরে অতীত ভুলে জীবনকে নতুন করে শুরু করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে ইনস্টাগ্রামে প্রোফাইল পিকচার ফিরিয়ে এনেছেন। একজন পরিচালক হিসেবে। ভবিষ্যতে অভিনেতা হিসেবে যে তিনি আবার ইনস্টাগ্রামে প্রোফাইল পিকচার বদলাবেন না, কে বলতে পারে? আমরা সেই দিনের অপেক্ষায়।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফিডে এলো রেটিংয়ে প্রথম দশের বাইরে গুকেশ। ফের শীর্ষে অর্জুন

কলম্বোতে কাল জয়েই চোখ হরমনপ্রীতদের

হ্যান্ডশেক? ওড়ালেন বোর্ড সচিব

মুম্বই, ৩ অক্টোবর : রবিবার মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচ। এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবেরা পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত না মেলানোয় প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। সূর্যেরা কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে নড়েননি। হরমনপ্রীতেরাও কি একই পথ অবলম্বন করবেন? ম্যাচের আগে এটাই এখন বড় প্রশ্ন। তবে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া যা বলেছেন তাতে মেয়েরাও সূর্যদের পথ নিতে চলেছেন এটা নিশ্চিত। সাইকিয়া প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেছেন, এখনই কিছু বলতে পারছি না। তবে ওই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও মনোভাব আগের জায়গাতেই আছে। যেমন দেখা গিয়েছিল আগের সপ্তাহে। ভারত কলম্বোতে এই ম্যাচ খেলবে। এমসিসি প্রোটোকলে যা যা আছে সবকিছু মেনেই খেলব। তবে হ্যান্ডশেক বা ওরকম কিছুর ব্যাপারটা এখনই বলতে পারছি না। হরমনপ্রীতরা পাকিস্তান ম্যাচ কলম্বোতে খেলবেন। ভারতে গত আইসিসি বিশ্বকাপের সময় এটা ঠিক হয়েছিল যে দুটি দেশ নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলবে। কেউ কারও দেশে খেলবে না। স্মৃতিরা প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে অনায়াসে হারিয়েছেন। উল্টোদিকে পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে। ফলে রবিবারের ম্যাচেও তাঁরা অনেক এগিয়ে আছেন। পাক দলের ব্যাটিং খুব খারাপ হয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন ব্যাটার ২০ পেরিয়েছেন। সেই তুলনায় ভারতের মেয়েরা রীতিমতো ছন্দে আছেন।

পাক ম্যাচে আজ এভাবেই দাপট দেখাতে চান হরমনপ্রীতরা।

প্রস্তুতিতে মগ্ন গুরপ্রীত। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

শিবিরে সন্দেশ, শুধু জয় চাই গুরপ্রীতদের

বেঙ্গালুরু, ৩ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলে বেঙ্গালুরুর জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন এফসি গোয়ার তিন ফুটবলার সন্দেশ ঝিঙ্গান, উদান্ত সিং এবং হৃত্বিক তিওয়ারি। ভাঙা চোয়াল নিয়েই কাফা নেশনস কাপে ইরানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিলেন সন্দেশ। অস্ত্রোপচারের পর মাঠে ফিরলেও আগামী দু-আড়াই মাস মাস্ক পরে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিজ্ঞ ভারতীয় ডিফেন্ডার। তুর্কমেনিস্তানের ইস্তিকলোলের বিরুদ্ধে মাস্ক পরেই খেলেছেন ঝুঁকি এড়াতে। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও তাই করবেন। ৯ অক্টোবর ম্যাচ সিঙ্গাপুরের মাঠে। ফিরতি ম্যাচ গোয়ায় ঘরের মাঠে। এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে দুটি ম্যাচই জেতা দরকার ভারতের। কাফা নেশনস কাপে ভাল ফলের পর খালিদ জামিলের দলের ফুটবলাররা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। যে কোনও মূল্যে সিঙ্গাপুরকে হারাতে মরিয়া গুরপ্রীত সিং সান্ধু, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতেরা।

ফেডারেশনের মিডিয়া টিমকে ছাঙতে বলেছেন, প্রথম দিন থেকে আমাদের ট্রেনিং খুব উঁচুমানের হচ্ছে। প্রস্তুতিতে তীব্রতা রয়েছে। সবাই লক্ষ্যে স্থির। কোচ আমাদের নিয়ে যে পরিকল্পনা সাজিয়ে দিয়েছে সেটা বুঝে নিয়ে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে অনুশীলনে। আমাদের যে কোনও মূল্যে জিততে হবে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে।

জাতীয় দলে ফিরে কাফা কাপে দুরন্ত পারফরম্যান্স করা গোলকিপার গুরপ্রীত বলছেন, আমরা ওদের বিরুদ্ধে শেষবার যখন খেলেছিলাম, তার থেকে ওরা এখন অনেক উন্নতি করেছে। ওদের কয়েকজন কার্যকরী ফুটবলার রয়েছে যারা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। ওদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, দল হিসেবে যে কোনও মূল্যে আমাদের জিততে হবে ম্যাচটা। সেটা এক গোলের ব্যবধানে হলে খুশিই হব।

সূর্যরা থিয়েটার করেছে, নকভির পাশে ইউসুফ

লাহোর, ৩ অক্টোবর : মহসিন নকভির হাত থেকে এশিয়া কাপ নেয়নি ভারত। এশিয়া কাপ শেষ হয়ে গেলেও সেটা নিয়ে জলঘোলা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এবার নকভির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ ইউসুফ। তিনি বলেছেন এসিসি চেয়ারম্যান যা করেছেন তা একদম ঠিক।

ফাইনালের পর ভারতের ট্রফি ও ক্রিকেটারদের মেডেল নিয়ে চলে যান নকভি। যিনি একাধারে পিসিবি ও এসিসি কর্তা। এবং পাকিস্তানের মন্ত্রী। নকভি বলেছিলেন তাঁর হাত থেকে ট্রফি নিতে হবে। সূর্যরা সেকথা কানে তোলেননি। তাঁদের দাবি ছিল অন্য কাউকে ট্রফি দিতে হবে। যাতে কর্ণপাত না করে এসিসি কর্তা ট্রফি নিয়ে চলে যান। ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েও ট্রফি হাতে পায়নি।

ইউসুফ সামা টিভিতে বলেছেন, চেয়ারম্যান স্যার যা করেছেন সেটা একদম ঠিক। উনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতের তখনই ট্রফি নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। এসিসি প্রধান হিসাবে নকভি ছিলেন। তাঁকেই ট্রফি দিতে হত। এটাই আইসিসি নিয়ম। এরপর ইউসুফ যোগ করেন, মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটাররা থিয়েটার করায় ব্যস্ত ছিল। ওরা ফিল্ম ওয়ার্ল্ড থেকে বেরোতে পারেনি। কিন্তু এটা ক্রিকেট, সিনেমা নয়। ওখানে রিটেক আছে। কিন্তু এখানে জেনুইন ক্রিকেট খেলছ তোমরা।

ইউসুফ এরপর যোগ করেছেন, নকভির ভূমিকা তাঁদের সম্মান বাড়িয়েছে। তাঁরা এসিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আছেন। সবমিলিয়ে এশিয়া কাপ বিতর্ক চলছেই।

শিল্ডে শ্রীনিধি ও ইউনাইটেড

প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ড নিয়ে জট পুরোপুরি কেটে গেল। মহামেডান ও ডায়মন্ড হারবার এফসি না খেললেও অংশগ্রহণকারী ছ'টি দল চূড়ান্ত করে ফেলল আইএফএ। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, গোকুলাম কেরল এবং নামধারী এফসি-র শিল্ডে খেলা আগেই চূড়ান্ত হয়েছিল। পুজো শেষে বাকি দুটি দলের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হল। এবারের কলকাতা লিগের রানার্স ইউনাইটেড স্পোর্টস এবং আই লিগের ক্লাব শ্রীনিধি ডেকান এফসি হল শিল্ডের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দল। শনিবার শিল্ডের সূচি প্রকাশ করবে আইএফএ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে আলাদা গ্রুপে রাখা হয়েছে। ৮ অক্টোবর প্রথম দিন নামছে ইস্টবেঙ্গল। পরের দিন নামছে মোহনবাগান। শুক্রবার থেকে শিল্ড ও সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করল ইস্টবেঙ্গল।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : মেয়েদের সিনিয়র জাতীয় ফুটবলের মূলপর্বে ওড়িশাকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বাংলা। গোল করেন মৌসুমী মুর্মু। এদিনের জয়ের ফলে ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'র শীর্ষে বাংলা।

বিশ্বকাপের বল 'ট্রাইওন্ডা'

নিউ ইয়র্ক, ৩ অক্টোবর : ২০২৬ বিশ্বকাপের সাড়ে আট মাস আগেই মেগা টুর্নামেন্টের অফিসিয়াল ম্যাচ বল প্রকাশ্যে এল। নতুন বলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রাইওন্ডা'। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোর সঙ্গে পাঁচ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার জুরগেন ক্লিন্সম্যান, কাফু, দেল পিয়েরো, জাভি হার্নান্দেজ এবং জিনেদিন জিদান একসঙ্গে আগামী বিশ্বকাপের বল উদ্বোধন করলেন। জিদানের হাতে ছিল 'ট্রাইওন্ডা'। বাকিরা যে বছর বিশ্বকাপ জিতেছিলেন সেই বছরের বল ছিল তাঁদের হাতে। বলটি তৈরি করেছে নামী ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাডিডাস। নতুন বলে থাকছে একাধিক বিশেষত্ব। এই প্রথমবার ৪৮ দেশের বৃহত্তম বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে চলেছে। বল উদ্বোধন করে ইনফ্যান্তিনো বলেছেন, বিশ্বকাপের নতুন বলের নকশায় তিন রঙ— লাল, নীল ও সবুজের মাধ্যমে তিন আয়োজক দেশ আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোকে তুলে ধরা হয়েছে। বলে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। রয়েছে সেন্সর। যার মাধ্যমে ভার-এর সঠিক তথ্য দেওয়া যাবে। এতে অফসাইড, গোল বা হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

4 October, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ অক্টোবর ২০২৫
শনিবার

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের পরেই আমার পছন্দ ফুটবল। মুম্বইয়ে প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নিয়ে বললেন উসেইন বোল্ট

অ্যাশেজে হয়তো বল করব : গ্রিন

সিডনি, ৩ অক্টোবর : আসন্ন অ্যাশেজের আগে অস্ট্রেলিয়ার টিম ম্যানেজমেন্টকে স্বস্তি দিলেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। শনিবার থেকে শুরু হতে-চলা শেফিল্ড শিল্ডে তিনি বোলিং শুরু করবেন। আশা করছেন, অ্যাশেজেও বল করবেন। গত বছরের অক্টোবরে স্নায়ুর অস্ত্রোপচার হয় গ্রিনের। তারপর থেকে অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার খেলছেন শুধু ব্যাটার হিসেবে।

শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে গ্রিন বলেছেন, প্রায় এক বছর পর আবার বল করব। এটা ভেবে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে। শরীরও তরতাজা। অস্ত্রোপচারের পর রিহ্যাবও ঠিকমতো হয়েছে। নিজেকে অনেকটাই সুস্থ মনে হচ্ছে। আমার প্রধান লক্ষ্য, অ্যাশেজের আগে একশো শতাংশ ফিট থাকা এবং আরও তরতাজা হয়ে ওঠা। তাতে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে ফর্মের চূড়ায় থাকতে পারব। ২১ নভেম্বর থেকে শুরু অ্যাশেজ। প্রথম টেস্ট পারথে। ২৬ বছরের অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার সাম্প্রতিক সিরিজে তিন নম্বরে ব্যাট করেছেন। এই প্রসঙ্গে গ্রিন উদাহরণ দিয়েছেন শেন ওয়াটসনের। তিনি বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করত ওয়াটসন। প্রয়োজনে বলও করত। বাইরে থেকে অনেকে জানেন না, তার জন্য ওকে কতটা পরিশ্রম করতে হত। আমি নিজে সেটা বুঝি।

আরব লিগে দল পেলেন না অশ্বিন

দুবাই, ৩ অক্টোবর : আইপিএল থেকে অবসরের পর ইন্টারন্যাশনাল টি ২০ লিগেই তাঁর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু প্রথম নিলামে রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবিক্রিত থেকে গিয়েছেন। তবে অশ্বিন এরপরই জানিয়ে দেন যে তিনি দাম কমিয়ে খেলবেন না। তার থেকে বরং বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডার্সের হয়ে পুরো মরশুম খেলবেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে ফ্লেচারের জন্য সবাই টাকার থলি নিয়ে ঝাঁপিয়েছিল। তিনি ২,৬০,০০০ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছেন এমআই এমিরেটসের হাতে। এটাই সর্বোচ্চ। সবার থেকে বেশি বেস প্রাইস ১,২০,০০০ মার্কিন ডলার রেখে এই টুর্নামেন্টে নাম লিখিয়েছিলেন অশ্বিন। কিন্তু কোনও দলই তাঁকে নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। অশ্বিন গত মরশুমের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন। তবে সব ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি।

নিলামে ইংল্যান্ডের স্কট কারি ২,৫০,০০০ ডলারে গিয়েছেন দুবাই ক্যাপিটালসে। লিয়াম ডসন ১,৭০,০০০ ডলার ও নভিন উল হক ১,০০,০০০ ডলারে যথাক্রমে গালফ জায়ান্টস ও এমআই এমিরেটসে নাম লিখিয়েছেন। ১০,০০০ ডলারে ফ্র্যাঞ্চাইজির ডাক পেয়েছেন উন্মুক্ত চাঁদ। এছাড়া পাক ক্রিকেটার ফখর জামান ও নাসিম শাহ ৮০,০০০ ডলার বেস প্রাইস রেখে দল পেয়েছেন। তাঁরা খেলবেন ডেজার্ট ভাইপার্সের হয়ে।

চতুর্থ বছরের এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২ ডিসেম্বর। ৬টি দলের ৩৪টি ম্যাচ শেষ হবে ৪ জানুয়ারি।

বিশ্ব ভারোত্তোলনে রুপো পেলেন চানু

ওসলো, ৩ অক্টোবর : প্রত্যাবর্তনেই সাফল্য মীরাবাই চানুর। সোনা এল না। তবে প্যারিস অলিম্পিকে পদক হাতছাড়া করে চতুর্থ হওয়ার পর ভারোত্তোলন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেই রুপো পেলেন চানু। ৪৮ কেজি বিভাগে জিতলেন পদক। ২০১৭ সালে প্রথমবার বিশ্ব ভারোত্তোলনে নেমেই সোনা জিতেছিলেন। ২০২২-এর পর এবারও রুপো। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় পদক চানুর। নরওয়েতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় তারকা মোট ১৯৯ কেজি ওজন তোলেন। যার মধ্যে ৮৪ কেজি স্ন্যাচ এবং ১১৫ কেজি ক্লিন অ্যান্ড জার্কে। টোকিও অলিম্পিকে এই ওজন তুলেই রুপো পেয়েছিলেন চানু। এদিনও তুললেন। তাতে অবশ্য সোনা এল না। উত্তর কোরিয়ার রি সং গাম ২১৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জেতেন। থাইল্যান্ডের তানইয়াতন সাকচারোয়েন ১৯৮ কেজি ওজন তুলে ব্রোঞ্জ পান। ৩১ বছর বয়সি চানু গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকেই চোট-আঘাতে ভুগছিলেন। অগাস্টে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন ঘটে চানুর। সেখানে মোট ১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতলেও বিশ্ব ভারোত্তোলনে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে।

কাসেমিরোই নেতা, বলছেন আনচেলোত্তি

বাইরেই নেইমার, ফিরলেন ভিনিরা

ব্রাজিল কোচের সঙ্গে কাসেমিরো।

রিও ডি জেনেইরো, ৩ অক্টোবর : ২০২২-'২৩ মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে আসার আগে থেকেই ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যাচ্ছিল তাঁর খেলায়। ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার কাসেমিরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গত মরশুমে (২০২৪-'২৫) পুরনো ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ম্যান ইউ জার্সিতে ইউরোপীয় অভিযানে কাসেমিরোর পারফরম্যান্স খুশি করে ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তিকেও। রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের হাতেই আগামী বছরের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড তুলে দিতে চান আনচেলোত্তি। দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে আনচেলোত্তি বলেছেন, কাসেমিরো একজন বিশেষ খেলোয়াড়। ও আদর্শ অনেকের কাছে। সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে। ওর অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আমার কাছে ও-ই দলের অধিনায়ক। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে অধিনায়ক হতে পারে। জানি না, ও রাজি হবে কি না! সর্বোচ্চস্তরে চাহিদাটা বোঝে। কঠিন সময়ে মাঠে ও মাঠের বাইরে সতীর্থদের কাছে দৃষ্টান্ত তৈরি করাই একজন ভাল অধিনায়কের কাজ। এটা কাসেমিরোর কাছে সহজাত।

১০ অক্টোবর সিওল ও ১৪ অক্টোবর টোকিওতে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ব্রাজিলের। ফিট না হওয়ায় নেইমারকে যথারীতি দলে রাখেননি ব্রাজিল কোচ। তবে দলে ফিরেছেন দুই রিয়াল তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়র ও রডরিগো।

আলজেরিয়া দলে জিদান-পুত্র লুকা

বাবা ও মায়ের সঙ্গে লুকা জিদান।

আলজিয়ার্স, ৩ অক্টোবর : ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা জিদানকে জাতীয় দলে ডাকল আলজেরিয়া। আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জনের খুব কাছে রয়েছে আলজেরিয়া। সোমালিয়া ও উগান্ডার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচের স্কোয়াডে রয়েছেন লুকা।

২৭ বছর বয়সি গোলরক্ষক লুকা ফ্রান্সের বয়সভিত্তিক দলে খেললেও কখনও সিনিয়র দলে সুযোগ পাননি। বাবার পারিবারিক সূত্রে আলজেরিয়ার হয়ে খেলার যোগ্যতা রাখেন লুকা। তাঁর জন্ম ফ্রান্সের মার্শেইয়ে হলেও রয়েছে আলজেরিয়ার নাগরিকত্ব। লুকার বাবা জিদান আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত। দাদু ইসমাইল ও দিদা মালিকা ছিলেন আলজেরিয়ান।

সপ্তাহ দুয়েক আগেই লুকার দল পরিবর্তনের অনুমোদন দেয় ফিফা। জিদান রিয়াল মাদ্রিদের কোচ থাকাকালীন সেখানেও খেলেছেন লুকা। রিয়ালের অ্যাকাডেমিতে তাঁর ফুটবল কেরিয়ার শুরু। পরে স্পেনের এইবার, রায়ো ভায়কানো, রেসিং সান্তানদারে খেলেছেন। এখন খেলছেন স্পেনের গ্রানাডায়। আলজেরিয়ার কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচ ২৬ সদস্যের স্কোয়াডে রেখেছেন জিজু-পুত্রকে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৯ অক্টোবর সোমালিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে আলজেরিয়া। এর পাঁচ দিন পর লুকাদের প্রতিপক্ষ উগান্ডা।

জুরিখ বৈঠকে ফিফা প্রেসিডেন্ট

ফুটবল শান্তি আনে, দ্বন্দ্ব থামাতে পারে না

জুরিখ, ৩ অক্টোবর : বিশ্ব জুড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। কোথাও যুদ্ধ, কোথাও যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব। ফুটবল কি পারে জিওপোলিটিক্যাল সমস্যা দূর করতে? ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যানতিনো বললেন, না সেটা পারে না। ফুটবল মানুষকে আনন্দ দিতে পারে কিন্তু এটা পারে না।

ফিফা প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য মূলত ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্ব নিয়ে। ফিফা কাউন্সিল মিটিংয়ে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার মধ্যে ফিফার শীর্ষকর্তা এই কথা বলেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আমরা ফুটবলের শক্তি দিয়ে বিভক্ত পৃথিবীতে শান্তি আনতে বদ্ধপরিকর। আর ফিফা ফুটবলকে আরও ছড়িয়ে দিয়ে এই কাজ করে যাবে যাতে শান্তি ও একতা বজায় থাকে।

জুরিখে ইনফ্যান্তিনো প্যালেস্টাইন ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জিব্রিল রাজবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তিনি পরে এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। এই পোস্টে কোথাও ইজরায়েলের নাম আসেনি। কিন্তু ২০২২-এ ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়াকে ব্যান করেছিল ফিফা। ফলে সেই প্রসঙ্গ আসছে। নরওয়ের ফুটবল কর্তা লিজ ক্লাভেনেস বলেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন রাশিয়াকে ব্যান করা গেলে ইজরায়েলকেও করা যায়। ১১ অক্টোবর অসলোতে নরওয়ে বিশ্বকাপের বাছাই-পর্বে ইজরায়েলের মুখোমুখি হবে। বর্তমানে তারা ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। ইতালি ও ইজরায়েলের ৯ পয়েন্ট। তারা দ্বিতীয় স্থানে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

4 October, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

কীভাবে লোকের মত বদলে যায়! এখন সবাই বলছে রাহুলের মতো কেউ নয়। পোস্ট কাইফের

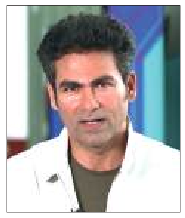

দক্ষিণ আফ্রিকার লজ্জা বাড়িয়ে জিতল ইংল্যান্ড

■ **গুয়াহাটি :** মেয়েদের বিশ্বকাপে চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এবারের কাপ-অভিযান শুরু করল দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে বিশাল জয় তুলে নিয়ে। বলা ভাল, শুক্রবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েদের নিয়ে মজা করে জিতলেন ন্যাট সিভার ব্রান্টরা। ইংলিশ স্পিনারদের দাপটের সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ৬৯ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের ইনিংস স্থায়ী হয় মাত্র ২০.৪ ওভার। ইংল্যান্ডের তিন স্পিনার লিনসে স্মিথ, সোফি একলেস্টোন এবং চার্লি ডিন কৃপণ বোলিং করে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে দেন। স্মিথ ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা। জবাবে মাত্র ১৪.১ ওভারে বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে ফেলে ইংল্যান্ড। ১০০ ওভারের ওয়ান ডে ৩৪.৫ ওভারেই শেষ। মেয়েদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে ইংল্যান্ডের এটি তৃতীয় বৃহত্তম জয়।

দাপট বিদর্ভের

■ **নাগপুর :** ইরানি কাপে রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভের দাপট চলছেই। শুক্রবার তৃতীয় দিনের শেষে তারা লিড বাড়িয়ে নিয়েছে ২২৪ রানের। দ্বিতীয় দিনের ৫ উইকেটে ১৪২ রান নিয়ে খেলা শুরু করে এদিন সকালে ৭২ রান যোগ করে অবশিষ্ট ভারত। ২১৪ রানে অলআউট হয়ে যায় তারা। প্রথম ইনিংসে ৩৪২ রান করায় ১২৮ রানের লিড পায় বিদর্ভ। এদিন অবশিষ্ট ভারতের হয়ে যেটুকু লড়াই করেন শুধু অধিনায়ক রজত পাতিদার। ৬৬ রান করেন তিনি। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভ ২ উইকেটে ৯৬ রান করেছে। খেলোর বাকি আরও দুদিন।

তিন সেঞ্চুরিতে বড় লিড ভারতের

আমেদাবাদ, ৩ অক্টোবর : ৪৪ ওভারে ১৬২ রানে গুটিয়ে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং দৈন্য প্রথম দিনই ধরা পড়েছিল। দ্বিতীয় দিন নজরে এল তাদের বোলিংয়ের করুন অবস্থা। দিনের শেষে ভারত ৪৪৮/৫। একদিনে গোটা তিনেক সেঞ্চুরি দেখল আমেদাবাদ। ৫ উইকেট হাতে নিয়ে ২৮৬ রানের লিড শুভমনদের।। এখান থেকে একটাই প্রশ্ন, কতো রানের লিড নিয়ে দান ছাড়বে ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অতঃপর কতটা যাবে।

দিনের প্রথম সেঞ্চুরি রাহুলের। তারপর জুরেল। সবশেষে রবীন্দ্র জাদেজা। দেখে মনে হচ্ছিল এখানে যে নামবে সেই রান করবে। তবে স্লো, পাটা উইকেটের থেকেও বেশি নজরে পড়ল ক্যারিবিয়ান বোলিং। আলজারি জোসেফ আর জোসেফ শামারের অভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। অধিনায়ক চেজ দুই উইকেট নিয়েছেন। তবে তাঁর মতোই টানা বল করেছেন পিয়ের ও ওয়ারিকান। কিন্তু কেউ তেমন সাফল্য পাননি। তবু শেষবেলায় জুরেল ১২৫ রান করে ফিরে গেলেন পিয়েরের বলে। না হলে তৃতীয় দিন আরও ভাল জায়গায় থেকে খেলা শুরু করতে পারত ভারত। এদিন খেলার শেষে জাদেজা ১০৪ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৯ রানে নট আউট রয়েছেন। ইংল্যান্ড থেকেই রাহুল আবার ফর্মে। এদিন ১৯২ বলে সেঞ্চুরি করে তিনি বোঝালেন সাগরপাড়ের ছন্দ তিনি হারাননি। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ দলের ম্যাচে তিনি ১৭৪ রান করেছিলেন। শুক্রবার করলেন ঠিক ১০০ রান। দেশের মাঠে রাহুলের শেষ সেঞ্চুরি ছিল ২০১৬-র ডিসেম্বরে। এর ফলে ৯ বছরের অপেক্ষার শেষ হল। ৩২১১ দিন পর তিনি আবার ঘরের মাঠে তিন অঙ্কের রান পেলেন।

সেঞ্চুরির পর তিন নায়ক— রাহুল, জুরেল ও জাদেজা। শুক্রবার আমেদাবাদ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে।

দুই সেঞ্চুরির মাঝে এত লম্বা বিরতি আর কোনও ভারতীয়ের ক্ষেত্রে ঘটেনি। ১২টি বাউন্ডারির সাহায্যে রাহুল শেষপর্যন্ত ১০০ করেই আউট হয়েছেন। সেঞ্চুরির পর সচরাচর যা করেন না, রাহুল এদিন সেলিব্রেশনে নতুন উচ্ছ্বাসও দেখিয়েছেন।

এর আগে শুভমন গিল আউট হয়েছেন ৫০ রান করে। একশো বলের এই হাফ সেঞ্চুরিতে বাউন্ডারি ছিল ৫টি। টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে ঘরের মাঠে এটাই ছিল শুভমনের প্রথম টেস্ট। আর তিনি শুরু করলেন ৫০ করে। এর আগে ১৯৭৮-এ সুনীল গাভাসকর মুম্বই ২০৫ রান করেছিলেন। ভারত অধিনায়ক অবশ্য নিজের রান বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টম টেস্ট হাফ সেঞ্চুরির পর তিনি ফিরে যান রোস্টন চেজের বলে জাস্টিন গ্রিভসের হাতে ক্যাচ দিয়ে।

সকালে ২ উইকেটে ১২১ রান নিয়ে খেলা শুরু করেছিল ভারত। সেই রান ১৮৮-তে পৌঁছনোর পর শুভমন আউট হয়েছেন। এরপর রাহুল যখন আউট হন, ভারতের রান ছিল ২১৮/৪। তবে এরপর জুরেল ও জাদেজার লম্বা পার্টনারশিপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুর্দশা বাড়তে থেকে। এটা তুলেছেন ২০৬ রান। ক্যারিবীয় অধিনায়ক ছয় বোলার ব্যবহার করেও এই দুই ব্যাটারকে চাপে ফেলতে পারেননি। জাদেজা টেস্টে গত ন'টি ইনিংসের মধ্যে সাতটিতে হাফ সেঞ্চুরি করলেন। এটা তাঁর টেস্টে ২৮তম হাফ সেঞ্চুরি। এই ইনিংসে জাদেজার ৭৯টি ছক্কা হয়ে গেল। ধোনির টেস্টে ৭৮ টি ছক্কা। এর ফলে ৩৬ বছরের বাঁহাতি অলরাউন্ডার ছক্কায় ধোনিকে পিছনে ফেলে দিলেন। পরে তিনি টেস্টে ষষ্ঠ সেঞ্চুরি করেছেন।

জুরেল ১২৫ রানে আউট হয়েছেন। ঋষভ পন্থ এই সিরিজে নেই। জুরেল সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। ব্যাট হাতে তাঁকে যথেষ্ট সাবলীল মনে হয়েছে।

স্কোরবোর্ড

ভারত আগের দিন (১২১/২)

শুভমন ক. গ্রিভস বো. চেজ ৫০, রাহুল ক. গ্রিভস বো. ওয়ারিকান ১০০, জুরেল ক. হোপ বো.পিয়ের ১২৫, জাদেজা ব্যাটিং ১০৪, সুন্দর ব্যাটিং ৯। মোট ৪৪৮/৫, উইকেট পতন: ৩/১৮৮, ৪/২১৮, ৫/৪২৪। বোলিং : জেডেন সিলস ১৯-২-৫৩-১, জোহান লেন ১৫-০-৩৮-০, জাস্টিন গ্রিভস ১২-৪-৫৯-০, জোমেল ওয়ারিকান ২৯-৫-১০২-১, খারি পিয়ের ২৯-১-৯১-১, রোস্টন চেজ ২৪-৩-৯০-২

রোহিত-বিরাট নেই বলে অবাক লাগছে রাহুলের

আমেদাবাদ, ৩ অক্টোবর : ১৪ বছরে এই প্রথম দেশের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছাড়া খেলল ভারত। বর্তমান দলে এখন দুই সিনিয়রমোস্ট ক্রিকেটার হলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও কে এল রাহুল। শুক্রবার রাহুল দেশের মাঠে ৯ বছর বাদে টেস্ট সেঞ্চুরি করলেন। পরে তিনি বলেছেন তিন স্টলওয়ার্টকে ছাড়া খেলতে নেমে অবাক লেগেছে তাঁর।

খেলার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন রাহুল। তিনি নিজের এই বছরের তৃতীয় সেঞ্চুরি নিয়ে বলেন, কিভাবে হল জানি না। এসব নিয়ে আমি বেশি ভাবিনি। আর অবশ্যই আমি ড্রেসিংরুমে কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে মিস করেছি। আমার কেরিয়ারের অনেকটাই কেটেছে এদের সঙ্গে। ইংল্যান্ডে যখন ড্রেসিংরুমে ঢুকে রোহিত, বিরাট আর অশ্বিনকে দেখতে পাইনি তখন আমার খুব অবাক লেগেছিল। কারণ, ওরা তো আমার কেরিয়ারে সবসময় ছিল।

ইংল্যান্ডে টিম ম্যানেজমেন্ট রাহুলকে তাঁর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছিল। রোহিত-বিরাট যেমন জুনিয়রদের গাইড করতেন এখন তাঁকে সেটাই করতে হয়। রাহুল এদিন বলেছেন, সিনিয়র ক্রিকেটার হিসাবে আমার দায়িত্ব ছিল জুনিয়রদের সঠিক দিশা দেখানো। যাতে ওরা

কাঁধে বাড়তি বোঝা অনুভব না করে। এখন কোচ গম্ভীর আর অধিনায়ক শুভমন আমার সঙ্গে অন্যভাবে কথা বলে। তাতে বুঝতে পারি যে সময় এসেছে, আমাকে এবার বড় জুতোয় পা গলাতে হবে।

এরপর রাহুল যোগ করেছেন, দিনের শেষে তিনি নিজের কাজই করছেন। কিন্তু এটাও উপলব্ধি করতে পারছেন দল তাঁর কাছে যে দায়িত্ব আশা করেছিল তিনি সেটা করতে পারছেন। শুক্রবার রাহুল ঠিক ১০০ করেছেন। ৯ বছর বাদে ঘরের মাঠে এটা তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি।

আত্মবিশ্বাস বেড়েছে ইংল্যান্ডে : সিরাজ

আমেদাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। কঠিন ইংল্যান্ড সফর অমীমাংসিত রেখে ভারতের ফেরার পিছনে মহম্মদ সিরাজের অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল। সিরিজে পাঁচটি টেস্টই সমান উদ্যমে খেলেছিলেন সিরাজ। তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। ইংল্যান্ডের ছন্দ ধরে রেখেই দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শুরু করলেন ভারতের তারকা পেসার। ভারতীয় ব্যাটারদের কাজটা জসপ্রীত বুমরাকে পাশে নিয়ে সহজ করে দিয়েছেন সিরাজ। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়ার প্রসঙ্গে সিরাজ জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড সিরিজের পারফরম্যান্স কাজে লাগছে।

সিরাজ বলেছেন, দেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচে সাধারণত আমরা সবুজ পিচে বল করার খুব একটা সুবিধা পাই না। তাই আমেদাবাদে উইকেট এতটা সবুজ দেখে খুশি হয়েছিলাম। এই উইকেটে বল করার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। তবে পরে অনেকটা ঘাস ছাঁটাও হয়েছে। ইংল্যান্ড সিরিজ যে তাঁর কাজে লেগেছে, তা জানাতে ভোলেননি সিরাজ। তিনি বলেন, ইংল্যান্ড সিরিজ প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল। কোনও সন্দেহ নেই, ওই সিরিজ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। প্রচুর আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। সেটা আমি এখন উপলব্ধি করছি। ইংল্যান্ডের মতো শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভাল ফল করার আত্মবিশ্বাসটা আগামী সিরিজগুলোতেও কাজে লাগবে।

উইকেট প্রথমদিন পেসারদের সাহায্য করছিল। তবে রোস্টন চেজকে যে বলে আউট করেছেন, তাতে নিজেই অবাক হয়েছেন সিরাজ। তিনি বলেন, আমি সত্যিই চমকে গিয়েছিলাম। অতটা কাট করবে বুঝতে পারিনি। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে আমাদের পরিকল্পনা কাজে লেগেছে।

অথ অষ্ট লক্ষ্মী কথা

শাস্ত্রমতে, দেবী লক্ষ্মীর আটটি রূপ। প্রত্যেকটি রূপেরই বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মা লক্ষ্মীর সেই বৈচিত্রময় রূপ নিয়েই আলোচনা করলেন

তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, দেব এবং অসুরের ক্ষীরসাগর মন্থন কালে দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। দেবী লক্ষ্মীর আট রূপ। পার্থিব এবং অপার্থিব আট প্রকার সম্পদের সঙ্গে তা সম্পর্কিত। মা লক্ষ্মীর আটটি রূপ হল যথাক্রমে আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী, ধান্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী বা ভাগ্যলক্ষ্মী, সন্তানলক্ষ্মী, বীরলক্ষ্মী, বিজয়লক্ষ্মী, বিদ্যালক্ষ্মী।

আদি লক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী

আদিলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর চারটি হাত। দেবীর একহাতে থাকে পদ্ম আর এক হাতে থাকে সাদা পতাকা। আর দুই হাতে যথাক্রমে থাকে অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা। সোনার গয়না পরা একটি গোলাপি পদ্মের উপর উপবিষ্ট আদিলক্ষ্মীকে করুণার মূর্ত প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়। আমি লক্ষ্মীর হাতে একটি সাদা পতাকা রয়েছে যা বিজয় ধার্মিকতার প্রতীক। নানারকম বাধা অতিক্রম করে তাঁর ভক্তদের সাফল্য এবং স্বাধীনতা দান করেন এই দেবী।

আদি লক্ষ্মীকে গোলাপি পদ্মের উপর উপবিষ্ট হিসেবে দেখা যায়। যা পবিত্রতা, সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিক গানের প্রতি পদ্মপ্রার্থীব কামনা এবং আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিক নির্দেশ করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, আদি লক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর সঙ্গে বৃহস্পতি গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে।

ধনলক্ষ্মী

ধন শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হল অর্থ স্বর্ণ সম্পত্তি বা অন্য যেকোনও ধরনের বাস্তব আর্থিক উপযোগী হিসেবে ধরা হয়।

অলংকার দিয়ে সাজানো একটি গোলাপি পদ্মের উপর উপবিষ্ট।

ধনলক্ষ্মীকে ছয়টি হাতে চিত্রিত করা হয়েছে।

তাঁর একটি হাতে থাকে চক্র যা মনের বিশুদ্ধতা এবং সুরক্ষার প্রতীক, আরেকটি থাকে শঙ্খ যা সৃষ্টির প্রতীক, একটিতে ধনুক এবং তির-সহ, একটি জলের কলসি-সহ জীবনের অমৃতের প্রতীক, একটি পদ্ম-সহ এবং একটি অভয়মুদ্রা থেকে প্রবাহিত স্বর্ণমুদ্রা।

ধনলক্ষ্মী মা লক্ষ্মীর অবতার। যা বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি তাঁর উপাসকদের আর্থিক ধন সাফল্য এবং বস্তুগত ইচ্ছা পূরণের জন্য আশীর্বাদ দান করেন। ধনলক্ষ্মীর ছটি হাতের প্রতিটিতেই স্বতন্ত্র বস্তু থাকে যা তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি এবং সর্বশক্তিমান শক্তির ইঙ্গিত দেয়। ধনলক্ষ্মীর ছবিতে তাঁকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে দেখা যায় যা তাঁর সম্পদ এবং সমৃদ্ধি প্রদানের ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। ধনলক্ষ্মী সুন্দর লাল শাড়ি এবং অলংকার যা সম্পদ মঙ্গল এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। লাল রং প্রাণশক্তি, আবেগ এবং সৌভাগ্যকে নির্দেশ করে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, দেবী ধনলক্ষ্মীর সঙ্গে শুক্র গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে।

ধান্যলক্ষ্মী

ধান্যলক্ষ্মী দেবী সবুজ বসনা, মা লক্ষ্মীর এই রূপের আটটি হাত। আটটি হাতের দুটি হাতে থাকে পদ্ম, অন্যান্য হাতগুলিতে থাকে গদা, ধান, আখগাছ, কলা, অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, দেবী ধান্যলক্ষ্মীর সূর্য এবং চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

ধান্যলক্ষ্মীর সবুজ রঙের পোশাক যা নবজীবন সমৃদ্ধি এবং পুনরুত্থানের প্রতীক। এটি সবুজ কৃষিভূমি এবং প্রচুর ফসল ও প্রাচুর্যের প্রতীক। ধান্যলক্ষ্মীর আটটি হাত তাঁর বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি এবং স্বর্গীয় শক্তির প্রতীকে বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি হাতে কৃষিজাত দ্রব্য রয়েছে যা প্রচুর খাদ্য ফসল এবং কৃষি সম্পদের প্রতীক, এটি জীবিকা নির্বাহ এবং পুষ্টি প্রদানে কৃষির মূল্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। ধান্যলক্ষ্মীর হাতের গদা শক্তি এবং সুরক্ষার প্রতীক। এটি বাধা অতিক্রম করার, মন্দের বিরুদ্ধে রক্ষা করার এবং তাঁর ভক্তদের মঙ্গল নিশ্চিত করার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে।

দেবীর হাতের পদ্ম সমৃদ্ধির প্রতীক।

গজলক্ষ্মী বা ভাগ্যলক্ষ্মী

গজলক্ষ্মী হল শক্তির উৎস। মা লক্ষ্মীর এই রূপে দুটি হাতি রাজতন্ত্রের মহিমা ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ক্ষমতা সাহস এবং সাফল্য অর্জনের জন্য গজলক্ষ্মীর পুজো করা হয়। তিনি অর্থের শক্তি ও শক্তির প্রতীক।

গজলক্ষ্মী বা ভাগ্যলক্ষ্মীও লালবসনা। উনি পদ্মের উপর উপবিষ্টা। যা গভীর একাগ্রতা এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তির অবস্থা নির্দেশ করে। দেবীর চারটি হাতের দুই হাতে থাকে পদ্ম, অন্য দুই হাতে থাকে অভয় এবং বরদা মুদ্রা।

দেবীর দুই পাশে থাকে দুই হাতি অথবা গজ। যারা কলসী দিয়ে দেবীকে জল অর্পণ করে। হাতি প্রাচুর্য, সাফল্য এবং উর্বরতার প্রতীক। তাদের একটি ইতিবাচক অর্থ রয়েছে এবং বলা হয় যে তারা অর্থ এবং আশীর্বাদ নিয়ে আসে। গজলক্ষ্মীর চারটি হাত বিশেষভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যা তাঁর স্বর্গীয় গুণাবলি এবং ক্ষমতার প্রতীক। দেবীর ওপরের হাতগুলো পদ্মফুলকে আলিঙ্গন করে।

(এরপর ১৮ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

4 October, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

অথ অষ্ট লক্ষ্মী কথা

(১৭ পাতার পর)

যা সৌন্দর্য পবিত্রতা এবং ঐশ্বরিক উপহারের প্রতীক।

পদ্ম হল প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতীক।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, গজলক্ষ্মী বা ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক রয়েছে।

যারা পশুদের ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের চাহিদা পূরণ করে এই গজলক্ষ্মী।

গজলক্ষ্মী ঐতিহ্যগতভাবেই গভীর গুরুত্বের অধিকারিণী।

গজ অর্থাৎ হাতি। যা শক্তি এবং রাজকীয়তাকেও বোঝায়। কারণ প্রাচীন ভারতের শাসকরা যুদ্ধে হাতিদের নিয়মিত ব্যবহার করতেন।

প্রাণিসম্পদের দাতা হিসেবে গজলক্ষ্মীকে উপাসনা করার রীতি।

সন্তানলক্ষ্মী

সন্তানলক্ষ্মী হলেন উর্বরতা এবং সন্তান-সন্ততির দেবী। সুখী ও সমৃদ্ধ পারিবারিক জীবনের জন্য ভক্তরা এই দেবীর পুজো করেন।

এই রূপে দেবী লক্ষ্মীর ছ'টি হাত। দেবীর ছয় হাতের ওপরে দুটি হাতে থাকে আম্রপল্লব ও নারকেল বসানো কলসি, নীচের হাতগুলিতে থাকে ঢাল ও তরোয়াল। মাঝের হাত দুটির একটি হাতে কোলে বসানো শিশুকে ধরে রাখেন। শিশুর হাতে থাকে একটি পদ্ম।

শিশুকে তিনি বহন করেন একটি হাতে যা উর্বরতা, মাতৃত্ব এবং সন্তানের আশীর্বাদের প্রতীক। এই দেবীর ছবিতে দেখা যায় যে দেবী একটি শিশু হাতে একটি পদ্ম ধারণ করেছেন যা পবিত্রতা, সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিক করুণার প্রত্যেক । তার হাতের ঢাল এবং তরবারি সুরক্ষা, শক্তি এবং নেতিবাচকতা থেকে দূর করার শক্তির প্রতীক। তাঁর হাতে আম পাতা এবং নারকেল দিয়ে সাজানো একটি জলের কলসি থাকে। যা শুভ প্রাচুর্য এবং উর্বরতার প্রতীক। দেবীর অপর হাতে থাকে অভয় মুদ্রা।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, দেবী সন্তান লক্ষ্মীর বৃহস্পতি এবং শুক্রগ্রহের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণবন্ত এবং দীর্ঘজীবী সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন এই দেবী।

বীরলক্ষ্মী

বীরলক্ষ্মীর অপর একটি নাম হল ধৈর্য লক্ষ্মী। দেবীর আটটি হাত। এই আটটি হাতে যথাক্রমে চক্র, সংখ্যা, তির, ধনুক, ত্রিশূল, তালপাতার ধর্মগ্রন্থ, অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা থাকে। দেবীর হাতের শঙ্খ, চক্র ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে নির্দেশ করে যা শক্তি সুরক্ষা এবং মঙ্গলের প্রতীক।

দেবীর হাতে তির-ধনুক শক্তি, মনোযোগ এবং চ্যালেঞ্জ জয় করার ক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

বীরলক্ষ্মীর হাতে একটি তরবারি থাকে, যা সাহস, বীরত্ব এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ করে। কিছু কিছু ছবিতে এমনও দেখা যায় বীর লক্ষ্মী হাতে সোনার বই ধরে আছেন। যা সমৃদ্ধির প্রজ্ঞা এবং প্রাচুর্য নির্দেশ করে।

দেবী পদ্মের উপর উপবিষ্টা এবং লাল বস্ত্র পরিহিতা। লাল বস্ত্র প্রাণশক্তি, আবেগ এবং সততার রূপের প্রতীক। বীরলক্ষ্মী মানে সাহস এবং বীরত্ব। যিনি জীবনের সমস্যা এবং বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই দেবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে। বীরলক্ষ্মী উপাসকদের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পথে বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

অস্ত্রের মিশেলে বীরলক্ষ্মী ধৈর্য এবং সাহস অর্থাৎ ধৈর্যলক্ষ্মী নামেও পরিচিত। যিনি জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অধ্যবসায় এবং প্রয়োজনীয় নির্ভীকতা দান করেন। যে কোনও পরিস্থিতিতে দৃঢ় সংকল্প এবং আশাবাদী থাকার শক্তি জোগান।

সাহস আত্মবিশ্বাস এবং যুদ্ধের সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁকে পুজো করা হয়।

বিজয়লক্ষ্মী বা জায়ালক্ষ্মী

বিজয়লক্ষ্মী, যার প্রথম নামের অর্থ হল। বিজয় শব্দের অর্থ হল সাফল্যের সূচনাকারী। এই দেবী ভক্তদের আশা ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। বিজয়লক্ষ্মীর অপর একটি নাম হল জায়ালক্ষ্মী। এই রূপেও দেবীর আটটি হাত। তাতে আট রকমের জিনিস থাকে।

সেগুলো হল চক্র, শঙ্খ, তরোয়াল, পদ্ম, পাশ, অভয়মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা।

বিজয়লক্ষ্মীর অপূর্ব লাল পোশাক প্রাণশক্তি, শক্তি এবং ভাগ্যের প্রতীক। তাঁর হাতের পদ্ম এবং শঙ্খ আধ্যাত্মিক তেজ, সৌন্দর্য এবং পবিত্রতার প্রতীক। দেবীর হাতের অস্ত্রগুলো আত্মরক্ষার, যুদ্ধ জয়লাভের এবং শত্রুদের জয় করা ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে।

দেবীর অভয় মুদ্রা এবং বরদা মুদ্রা প্রতিরক্ষামূলক এবং দয়ালু ব্যক্তিত্বের প্রতীক। দেবী যে পদ্মের উপর বসেন তা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির, জ্ঞান অর্জন এবং পবিত্রতার প্রতীক। ফুল দিয়ে সুসজ্জিতা থাকেন যা করুণা এবং সৌন্দর্যের প্রতীক।

জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে, বিজয়লক্ষ্মী বা জায়ালক্ষ্মীর সঙ্গে সূর্য এবং মঙ্গল গ্রহের সম্পর্ক রয়েছে।

জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিজয়লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করেন ভক্তরা। তিনি কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় করতে উৎসাহিত করেন।

বিদ্যালক্ষ্মী

জ্ঞান ও শিক্ষার দেবী বিদ্যালক্ষ্মী।

দেবী বিদ্যালক্ষ্মী শুভ্র বসন ও স্বর্ণালংকারে ভূষিতা এবং রাজহাঁসের উপর উপবিষ্টা। দেবীর চার হাতের দুটিতে থাকে পদ্ম, অন্য দুই হাতে থাকে বরদা মুদ্রা এবং আভাস মুদ্রা। দেবী বিদ্যালক্ষ্মীর সঙ্গে দেবী সরস্বতীর মিল রয়েছে। কারণ তিনি জ্ঞান, বিদ্যা এবং প্রজ্ঞার প্রতিনিধিত্ব করেন। জীবনযাত্রায় সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ, বিদ্যা ও জ্ঞানের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ লাভ করতে পারি। দেবীর সাদা শাড়ি যা পবিত্রতা স্বচ্ছতা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতীক। দেবী সোনার গয়না এবং একটি সোনার মস্তক পরিধান করেন যা ধন, সাফল্য এবং স্বর্গীয় করুণার প্রতীক।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর নিয়মরীতি আচার

■ এ-বছরের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর তিথি হল ৬ অক্টোবর দুপুর ১১টা ২৪ থেকে সোমবার ৭ অক্টোবর ৯টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত পূর্ণিমা।

■ 'কোজাগরী' শব্দটির উৎপত্তি 'কো জাগতী' অর্থাৎ 'কে জেগে আছো' কথাটি থেকে। প্রচলিত বিশ্বাস, কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে দেবী লক্ষ্মী মর্ত্যে আসেন তাঁর ভক্তদের সম্পদ, সৌভাগ্য প্রদান করতে। কথিত আছে, এই তিথিতে যাঁরা রাত জেগে দেবীর আরাধনা করেন, তাঁরাই দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পান। ধন, যশ, মহিমা, খ্যাতি, সুস্বাস্থ্যের প্রতীকরূপে পূজিতা মা লক্ষ্মী।

■ লক্ষ্মীপুজো করার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম লক্ষ্মীর পাঁচালি বা শাস্ত্রে বলা আছে। অনেকেরই বাড়িতে মা লক্ষ্মীর মূর্তিপুজো হয়, আবার কোনও কোনও পরিবারে লক্ষ্মী সরা বা ঘট বা ঝাঁপিতে, কলার পেটো দিয়ে তৈরি বজরাতেও পুজো হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো অনেকে প্রদোষেও করেন। ঠিক দিনের শেষে, আবার সন্ধ্যার আগে।

■ সূর্যাস্তের পর থেকে নিশীথেও হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। তবে এখন অনেকেই নিজেদের সুবিধার্থে দিনের বেলা পুজো করেন। লক্ষ্মীর আচার-অনুষ্ঠানেও দেখা যায় নানা ধরনের তাৎপর্য। কোনও কোনও পরিবারে পুজোয় মোট ১৪টি পাত্রে উপচার রাখা হয়, কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণমুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরীতকী দিয়ে সাজানো হয় পুজোর স্থানটিকে।

■ লক্ষ্মীপুজোর অন্যতম অংশ হল আলপনা। আলপনায় মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপই আসল। সঙ্গে বাড়ি জুড়ে আঁকা হয় পায়ের ছাপ, ধানের ছড়া আবার মুদ্রাও। লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা হয়, ঘরের দিক করে কারণ, কথিত আছে, মা লক্ষ্মী নাকি ওই পায়ের ছাপ ধরে ঘরে আসেন।

■ লক্ষ্মীপুজোর অপর অনুষঙ্গ হল ঘট। তেল-সিঁদুর দিয়ে ঘটের গায়ে স্বস্তিকচিহ্ন এঁকে লক্ষ্মীর ঘট স্থাপন করতে হয়। স্থাপনের আগে একটু ধান, পঞ্চশস্য আর মাটি ছড়িয়ে দিতে হয়। বিজোড় সংখ্যার অর্থাৎ পাঁচটা, সাতটা কিংবা ন'টা আম্রপল্লবের সিঁদুরের টিপ দিয়ে জলপূর্ণ ঘটে রাখতে হয়। এর ওপর একটি কলা, পান, ফুল দিতে হয়। ঘটের জলে হরীতকী, সুপারি, একটা কয়েন, দূর্বা, একটি ফুল রাখতে হয়। লালগোলাপ ও লালপদ্ম মায়ের প্রিয় ফুল। পান-কলা সব পরিবারের নিয়মে থাকে না।

■ কোনও কোনও পরিবারে কোজাগরী পূর্ণিমায় চিঁড়ে, সাদা বাতাসা, নারকেল ও দুধ চাঁদের আলোয় বসে খাওয়ার রীতি আছে। এই উৎসবকে তাই 'ধবল উৎসব'ও বলা হয়। বলা হয় মা লক্ষ্মীর আরাধনায় কাঁসর-ঘণ্টা বাজাতে নেই, শুধু মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পুজো হয়।

■ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর ভোগে অনেক বাড়িতেই পূর্ববঙ্গীয় রীতি মেনে জোড়া ইলিশ, কইমাছ, চুলাশাক অর্থাৎ লালশাক দিয়ে করা অন্নভোগ দেবীকে নিবেদন করার নিয়ম রয়েছে। ব্রাহ্মণ পরিবারেই মাকে ভোগ দিয়ে পুজোর রীতি রয়েছে। অব্রাহ্মণ পরিবারে সাধারণত অন্নভোগ হয় না, সেখানে ফলমূল, নানারকম নাড়ু, খাজা, তক্তি, মিষ্টি চিঁড়ে, খই-মুড়কি ও আরও অনেককিছু দিয়ে মায়ের পুজো হয়।

লক্ষ্ম্যালক্ষ্ম্যস্বরূপা

ভারতে লক্ষ্মীপুজোর ইতিহাস বহু প্রাচীন। কথিত রয়েছে লক্ষ্মীপুজোর শেষে পাঁচালি পড়া এই পুজোর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। এতে নাকি মা লক্ষ্মী বেজায় সন্তুষ্ট হন। ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র— প্রতিমাসেই মা লক্ষ্মীর পুজোর রীতি রয়েছে। আর এই রীতির অন্যতম অঙ্গ হল পাঁচালি বা ব্রতকথা। সেইসব লক্ষ্মীপুজোর কথা বললেন **চৈতালী সিনহা**

সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। আবার মহাশক্তির সত্ত্বগুণময়ীরূপ দেবী লক্ষ্মী শান্তির নিখুঁত ছবি। গৃহস্থ বাড়ির লক্ষ্মীপুজো গোবরছড়ায় নিকোনো উঠোন, ঝকঝকে মরাইতলা। সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির গিন্নি গরদের শাড়ি পরে কুলুঙ্গিতেই করবে বেস্পতিবারে লক্ষ্মীপুজো। পড়বে পাঁচালি, প্রতি বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মীর ব্রতকথা। উঠোন, মরাইতলা জুড়ে খড়িগোলার আলপনা, জোড়া পায়ের ছাপে পা ফেলে লক্ষ্মী এগিয়ে যাবেন গৃহে। সামান্য ফল-বাতাসা, ঘটে আম্রপল্লব, সিঁদুরের ফোঁটা, ধূপ-ধুনোর গন্ধে ভরা ঘর, লক্ষ্মী না এসে যায় কোথা! ডেসিবেল মাপা তাঁর, মিঠে শঙ্খ আর উলু ছাড়া চলবে না জোর আওয়াজ। মাছে-ভাতে বাঙালির আজ সংযম লক্ষ্মীবারে নিরামিষ। এ তো বারোমেসে লক্ষ্মীপুজো। এ ছাড়া ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র মাসে একদিন বিশেষ পুজো। কোজাগরী পূর্ণিমায় আড়ম্বরপূর্ণ মূর্তিপুজো। কালীপুজোর রাতেও হয় লক্ষ্মী-আরাধনা। প্রত্যেক পুজোর আলাদা আলাদা গল্প লেখা আছে মেয়েদের ব্রতকথায়।

ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোর কথা

এক দরিদ্র বিধবা নারী তাঁর ছেলে নিয়ে কুটিরে থাকত। এক গোয়ালা রোজ ক্ষীর ননি, দধি বিক্রি করতে আসে। একদিন ছেলেটি মায়ের কাছে আবদার করলে মা সামান্য পয়সা দিল। ছেলেটি সেই পয়সায় মনের আনন্দে ক্ষীর নিয়ে গাছের নিচে বসে খেতে যাবে এমন সময় গাছ থেকে কান্নার আওয়াজ পায়। গাছে থাকা দুটি পেঁচার ছানার খিদে পেয়েছিল তাই ওরা কাঁদছিল। বাবা-মা গেছিল চরতে। ছেলেটা পাখির ছানাদের ক্ষীর খাইয়ে বাকিটুকু নিজে খেল। এমনি করে সে প্রায়ই ছানাদের খাওয়ায়। একদিন পেঁচা-পেঁচি ফিরে বাচ্চাদের কাছে সব শোনে। বাচ্চারা আবদার করে ছেলেটাকে কিছু দিতেই হবে, ওরা বড় গরিব। পেঁচা-পেঁচি ছেলেটাকে নিয়ে গেল মা লক্ষ্মীর কাছে আর ওর দুঃখ দেখে মা লক্ষ্মী যত ইচ্ছা টাকা পয়সা নিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু ছেলেটি পেঁচা-পেঁচির শেখানোমতো মা লক্ষ্মীর কাছে তিল-ধুবড়ি চাইল। বাড়ি এসে ভক্তিভরে তিল-ধুবড়ি পুজো করে তাদের প্রচুর অর্থ হল। সেই খবরে রাজা লোক পাঠিয়ে তিল-ধুবড়ি নিয়ে এলেন কিন্তু সেটা আবার লক্ষ্মীর কাছেই ফিরে গেল। তিল-ধুবড়ি হারিয়ে মায়ে-পোয়ে আবার আগের মতো দরিদ্র। আবার ছানাদের আবদারে ছেলেকে নিয়ে পেঁচা-পেঁচি লক্ষ্মীর কাছে গেল। লক্ষ্মী এবার নারাজ; পেঁচা-পেঁচির একান্ত অনুরোধে ছেলেটিকে আর একবার দিলেন তিল-ধুবড়ি। আবার সেটি পুজো করে এরা অর্থ লাভ করল। এবার রাজা বুদ্ধি করে রাজকন্যার সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিলেন এবং সকলে লক্ষ্মীপুজো করতে লাগল ভক্তিভরে।

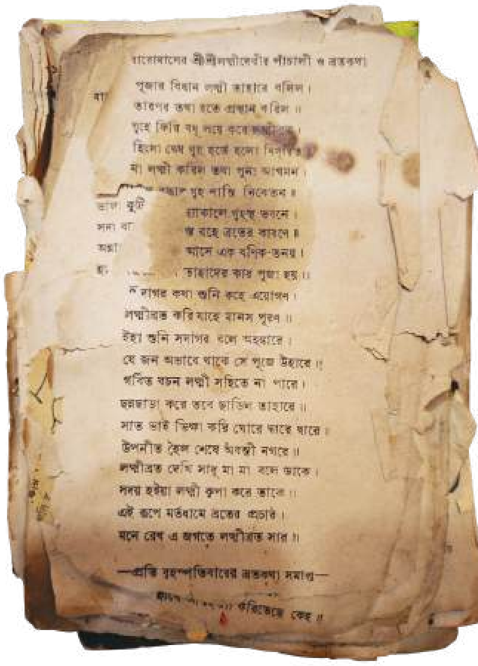
বারোমাসের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পাঁচালী ও ব্রতকথা
পূজার বিধান লক্ষ্মী কাহারে বলিল।
ইহা শুনি সদাগর বলে অহঙ্কারে।
যে জন অভাবে থাকে সে পূজে উহারে॥
গর্বিত বচন লক্ষ্মী সহিতে না পারে।
ভরাডুবি করে তবে ছাড়িল তাহারে॥
সাত ভাই ভিক্ষা করি ঘোরে দ্বারে দ্বারে।
উপনীত হৈল শেষে অবন্তী নগরে॥
লক্ষ্মীব্রত দেখি সাধু মা মা বলে ডাকে।
সদয় হইয়া লক্ষ্মী কৃপা করে তাকে॥
এই রূপে মর্ত্যধামে ব্রতের প্রচার।
মনে রেখ এ জগতে লক্ষ্মীব্রত সার॥
—প্রতি বৃহস্পতিবারের ব্রতকথা সমাপ্ত—

কার্তিক মাসের লক্ষ্মীপুজোর কথা

এক রাজার পাঁচটি মেয়ে ছিল। রাজা একদিন ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার ভাগ্যে খাও সবাই বলল যে পিতার ভাগ্যে খায় শুধু ছোট মেয়ে বলে সে মা লক্ষ্মীর কৃপায় সে তার নিজের ভাগ্যে খায়। রাজা রাগ করে পরদিন মেয়েকে এক গরিব ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং মেয়েকে বললেন যে এবার নিজের ভাগ্যে খেয়ে দেখাও!

রাজকন্যা গরিব শ্বশুরবাড়িতে গেল। সে তার স্বামীকে ও শ্বশুরকে বলে রেখেছিল আপনারা যখনই বাইরে থেকে বাড়ি ফিরবেন তখনই হাতে কিছু না কিছু নিয়ে আসবেন খালি হাতে ফিরবেন না। একদিন কন্যার স্বামী একটি মরা কেউটে সাপ নিয়ে রাজকন্যাকে বলল তোমার কথামতো খালি হাতে ফিরিনি। রাজকন্যা বলল যা এনেছ মাচায় তুলে রাখো। পরে নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।

একদিন সেই দেশের রাজার ছেলের ভারী অসুখ। বৈদ্য বলেন কেউ মরা কেউটে সাপের মাথা এনে দিলে তার থেকে ওষুধ বানিয়ে রাজকুমারকে ভাল করতে পারব। রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন যে একটা মরা কেউটে সাপের মাথা দিতে পারবে সে যা চাইবে তাকে তাই পাবে। রাজকন্যা সেই ঢ্যাঁড়া শুনতে পেয়ে বাড়িতে বলল সাপটা দিয়ে দিতে এবং রাজকুমারের রোগ ভাল হলে রাজা যখন কিছু দিতে চাইবে তখন কোনও টাকাকড়ি না নিয়ে বলতে হবে কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাতে গোটা রাজ্যে কেউ আলো জ্বালাবে না, এমনকী রাজবাড়িতেও কোনও আলো জ্বলবে না। যথারীতি বৈদ্যর তৈরি করা ওষুধ খেয়ে রাজকুমার ভাল হয়ে গেল। তখন রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধনরত্ন দিতে চাইলেন কিন্তু রাজকন্যার কথামতো ব্রাহ্মণ সেই অদ্ভুত চাওয়া রাজাকে জানালেন— অমাবস্যার রাত্রে কেউ কোন আলো জ্বালাতে পারবে না। সেই শুনে রাজা ঘোষণা করলেন আগামী কাল অমাবস্যার রাত্রে রাজ্যে কেউ আলো জ্বালাতে পারবে না কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রে লক্ষ্মী পুজো, রাজ্যে কোথাও কোনও আলো নেই। রাজকন্যা ঘরদোর পরিষ্কার করে আলপনা দিয়ে ঘট পেতে নৈবেদ্য ফুল-চন্দন দিয়ে মা লক্ষ্মীকে ভাল করে পুজো করে চতুর্দিকে প্রদীপ জ্বেলে সমস্ত দিন উপোস করে মা লক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে মা লক্ষ্মী পেঁচার পিঠে চড়ে রাজ্যের চারিদিকে ঘোরেন, কোথাও আলো দেখতে না পেয়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছিলেন এমন সময় বনের ভেতরের একটা কুঁড়েঘর থেকে আলো দেখতে পেয়ে মা লক্ষ্মী সেখানে গেলেন। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি মা লক্ষ্মীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ভক্তিভরে পুজো করলেন।

(এরপর ২০ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

4 October, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

লক্ষ্ম্যালক্ষ্ম্যস্বরূপা

(১৯ পাতার পর)

পুজো শেষে বললেন, মা অপরাধ নেবেন না, আমরা বড় গরিব। রাজকন্যার ভক্তিতে মা সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে তাঁর পায়ের নূপুর দিয়ে বলে গেলেন ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ আর চৈত্র মাসে এইভাবে লক্ষ্মীর পুজো করতে তাহলেই আর কোনও অভাব থাকবে না। দেখতে দেখতে মা লক্ষ্মীর কৃপায় কুঁড়েঘর মস্ত রাজবাড়ি হয়ে গেল। সবাই মনের আনন্দে বাস করতে লাগলো। এদিকে, রাজকন্যার বাবা যিনি কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। লক্ষ্মীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন সেই অহংকারে তিনি হলেন পথের ভিখিরি এবং ভোজের আশায় এলেন রাজকন্যার বাড়ি। বাপকে দেখেই মেয়ে চিনতে পারলে বাপকে অন্দরমহলে ডেকে পাঠাল। ভারী আদর-যত্ন করে বাবাকে খাওয়াল। সেই রাজা তো আদর-যত্ন পেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করল আপনি কাঁদছেন কেন? রাজা সব ঘটনা বললেন এবং কন্যার কথা ভেবে কাঁদতে থাকলেন তখন রাজকন্যা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে আমি সেই মেয়ে দেখুন মালক্ষ্মীর কৃপায় নিজের ভাগ্যেই আমি খাচ্ছি। তখন রাজা মেয়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন। মেয়ে বাবাকে লক্ষ্মীপুজো করার কথা বলল। সেইমতো নিয়মিত লক্ষ্মীপুজো করে রাজা আবার নিজের হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন। তাদের দেখে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভের আশায় সকলে কার্তিক অমাবস্যায় রাত্রে লক্ষ্মীর পুজোর প্রচলন করল।

পৌষ মাসের লক্ষ্মীপুজোর কথা

এক দেশে গরিব বিধবা ব্রাহ্মণীর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছোট ছেলেটি যখন মায়ের পেটে তখনই তাদের বাবা মারা যায়। এর ফলে অতি কষ্টে তাঁদের দিন কাটত। মেয়েটি মাকে বুদ্ধি দিল মামার কাছে যেতে কারণ মামার স্বচ্ছল অবস্থা। মেয়ের কথা মতো মা ভাইয়ের বাড়িতে গেল সেখানে ভাই বউ তাদের দেখে বড়ই বিরক্ত হল। তবে বামনি বারবার অনুরোধ করায় সে বলল এসে ঘরের সব কাজ করে দিয়ে যেও তাহলে আমি তোমাদের তরিতরকারি দেব নিয়ে গিয়ে খাবে। চাল-ডাল ঝেড়ে দেবে, যা খুদ পড়বে নিয়ে যাবে। বামনি তাতেই রাজি হয়ে গেল। একদিন ভাই-বউ বললে শোনো ঠাকুরঝি মাথায় ভারি উকুন হয়েছে, ক'টা উকুন বেছে দা দিয়ে ক'টা লাউপাতা নিয়ে যাও। বামনি বললে আজ লক্ষ্মীবার আজ উকুন মারতে নেই আর কাল এসে তোমার মাথা বেছে দেব। আর আজকে এই খুদ ক'টা নিয়ে গিয়ে রান্না করব তবে বাচ্চাগুলি খেতে পারবে। সেই শুনে ভয়ংকর রেগে ভাই-বউ সেদিন সব কেড়ে নিল। ভারি দুঃখে বামনি ফিরে যাচ্ছিল পথে এমন সময় দেখে একটি বড় গোখরো সাপ মরে পড়ে আছে সবাই মিলে মনের দুঃখে সেটি খেয়েই মরে যাবে ঠিক করল। সেটা বাড়ি নিয়ে এসে কেটে হাঁড়িতে জ্বাল দিতে লাগল তো সোনার ফেনায় চারিদিক ভরে গেল। সেই সোনার ফেনা অনেক সোনার ফেনার দৌলতে তারা অনেক বড়লোক হয়ে গেল। লক্ষ্মীপুজো করতে লাগল নিয়মিত। এরপর একদিন ব্রাহ্মণী তাঁর ছেলে ও মেয়েদের বিয়ে দিল। যে ভাই-বউ তাদের খুদগুলো কেড়ে নিয়েছিল সেই মামিমা একদিন সব্বাইকে নেমন্তন্ন করল। ভাগনা বউরা যত গয়নাগাটি সব আসনের উপর খুলে রাখল আর মুখে বলতে লাগল 'সোনা দানা হিরে মুক্ত ধন্য মান্যগণ্য/ যাদের কল্যাণে আজ মোদের নেমন্তন্ন।'

মামিমা এই কথার মানে বুঝতে পারল এবং অতীতের ঘটনার জন্য অনেক ক্ষমা চাইল আর বললে বউ আর আমাকে লজ্জা দিও না। তো এইভাবে এক মনে পৌষ মাসে মা লক্ষ্মীর ব্রত করায় ব্রাহ্মণী তার সমস্ত অভাব কাটিয়ে উঠেছিল সেই থেকে সকলে পৌষ মাসে ভক্তি করে মা লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করে।

চৈত্র মাসের লক্ষ্মীপুজোর কথা

একবার নারায়ণের ইচ্ছে হল মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসবেন মর্ত্যবাসীরা সবাই কেমন আছে। স্মরণ করতে পুষ্পক রথ এসে দাঁড়াল। নারায়ণ দেখেন লক্ষ্মী তৈরি হয়ে আগেভাগে রথে এসে বসে আছেন। নারায়ণ এবার লক্ষ্মীকে নিয়ে মর্ত্যে গেলেন এবং রথ থেকে নেমে বললেন আমি এক্ষুনি আসছি। তুমি রথ থেকে নামবে না আর উত্তর দিকে চাইবে না। নারায়ণ চলে যেতেই লক্ষ্মী নেমে গেলেন। উত্তরে তাকিয়ে দেখলেন সাদা ধবধবে ফুলে ভরা একটা তিলখেত। লক্ষ্মী তিলফুল তুলতে লাগলেন। নারায়ণ এসে লক্ষ্মীকে এই অবস্থায় দেখে প্রচণ্ড রেগে তাকে অভিশাপ দিলেন। মানুষের বেশ ধরে লক্ষ্মী-নারায়ণ গেলেন যার খেত তার বাড়িতে। তো সেই ব্রাহ্মণ বলেন কী চাই? নারায়ণ বলেন, দেখ এই মেয়েটি না জেনে তোমার জমি থেকে তিলফুল তুলেছিল তো এখন তোমাদের বাড়িতে দাসী হয়ে থাকবে। তবে একে এঁটো খেতে দিও না আর বাসি কাপড় কাচতে দিও না আর ঝাটপাট দিতে দিও না। এছাড়া সব কাজ করবে। এই বলে নারায়ণ আর না দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। লক্ষ্মী বামুনের সঙ্গে বাড়ির ভিতর যেতেই দেখলেন সবাই চুপচাপ বসে আছে গিন্নি, ছেলের বউরা সবাই। তো লক্ষ্মী বলে হ্যাঁ গো, অনেক বেলা হল তোমরা রান্নাবান্না কখন করবে? বউরা সব বললে যে ছেলেরা সব ভিক্ষা করতে গেছে। যা জুটবে, ওরা এলে তবে রান্না হবে। ঘরে তো কিছু নেই মা। লক্ষ্মী বললে সে কী বাছা ঘরে তো সবকিছুই আছে দেখছি। শুনে সবাই ভেতরে গিয়ে অবাক। আলনায় কোঁচানো কাপড়, চালের জায়গায় চাল, ডাল, নুন, তেল সবই আছে। তখন সবাই বুঝলে যে এ কোনও সাধারণ মেয়ে নয়। সবাই বাড়ির মেজ বউ লক্ষ্মীকে মোটেই দেখতে পারে না। সে যত এঁটোকাটা খেতে দিত আর লক্ষ্মী হেসে সেগুলো বেল গাছের তলে পুঁতে দিতেন। দেখতে দেখতে ১২ বছর পেরিয়ে গেছে একবার সবাই মিলে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন তখন লক্ষ্মী বললেন, আমার পুজো গঙ্গাকে দিয়ে দেবেন। গঙ্গায় গিয়ে গিন্নি লক্ষ্মীর সেই পুজো গঙ্গায় দিতেই মা গঙ্গা মকরে চড়ে হাত পেতে সেটি নিলেন। গিন্নি তখন নিশ্চিত বুঝলেন বাড়িতে যিনি আছে তিনি অবশ্যই কোনও দেবতা।

গিন্নি ফিরে দেখেন লক্ষ্মী-নারায়ণ চলে যাচ্ছেন। গিন্নি লক্ষ্মীর পা ধরে কত কাঁদলেন, লক্ষ্মী বললেন তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট। বেলগাছের তলায় যা রেখে গেলাম সৎপথে চললে তোমাদের কোনও অভাব থাকবে না। এই শুনে মেজ বউ তাড়াতাড়ি গিয়ে বেলগাছের তলায় খুঁড়তে লাগল আর এক কেউটে সাপ এসে মেজ বউকে কামড়ে দেয়। মেজ বউ মারা যায়। বাড়ির লোক পরে ওইখান খুঁড়ে অনেক ধনরত্ন পায়। লক্ষ্মীর কৃপায় তাদের অবস্থা ফিরে গেল।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর কথা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নিয়ম ছিল হাটে কারও কিছু বিক্রি না হলে তিনি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে সেটি কিনে নিতেন। একবার এক কামার লোহা দিয়ে এক নারী মূর্তি বানিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে হাটে নিয়ে এল বেচতে। কেউ কিনলেন না। রাজা তখন কামারকে মূল্য দিয়ে অলক্ষ্মী নিয়ে ঘরে গেলেন। রাতে রাজা দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী ঠাকুরঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাজা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন— আমি রাজ্যলক্ষ্মী, তুমি অলক্ষ্মী এনেছ তাই আমি থাকব না চলে যাচ্ছি। রাজা চুপ করে রইলেন। এইভাবে যশলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মীও গেলেন। এবার রাজা দেখলেন এক পুরুষ দেবতা আর এক স্ত্রী দেবতা বেরিয়ে যাচ্ছেন— ধর্ম আর কুললক্ষ্মী। রাজা আপত্তি করলেন, আমি যখন ধর্ম ত্যাগ করিনি, নিজের দেওয়া কথার খেলাপ করিনি তখন ধর্ম আমাকে ছেড়ে যাবেন কেন? ধর্ম রয়ে গেলেন। লক্ষ্মী চলে যেতে রাজা গরিব হয়ে পড়লেন। শোকে দুঃখে রাজা রানিকে নিয়ে গঙ্গার ধারে গেলেন ওখানে রানিকে ছেড়ে রাজ্যে ফিরলেন। রানি রাজাকে না দেখতে পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। নদীর তীরে আশ্রমে রয়ে গেলেন। কোজাগরী পূর্ণিমায় আশ্রমের মেয়েদের সঙ্গে রানি রীতিমতো লক্ষ্মীপুজো করলেন। চিঁড়ে ফলমূল খেয়ে রাত্রি জাগরণ করলেন। রানির লক্ষ্মীপুজোর পুণ্যে অলক্ষ্মী বিদায় হলে, রাজ্যে লক্ষ্মী ফিরে এলেন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোতেই একমাত্র লক্ষ্মীমূর্তিতে পুজো হয়। বাকি মাসগুলোয় পারিবারিক সংরক্ষিত ধান, কড়ি ইত্যাদিতে লক্ষ্মীর আরাধনা হয়।

লক্ষ্মী শব্দটি সংস্কৃত মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে 'লক্ষ' শব্দটির অর্থ 'লক্ষ্য' বা উদ্দেশ্য এবং 'লক্ষ্মী' মানে 'যিনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছান'। আজকের নারীকে লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে লক্ষ্মীর সাহায্য নিতে হয় না। তারা উত্তরণের মাধ্যমে নিজেদেরই লক্ষ্মী করে তুলেছে। তাই অনেক কিছুর মতোই ব্রতকথাগুলো গল্প হয়ে রয়ে যায়।